বৃন্তচ্যুত

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স.
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বৈশাখ—১৩৩৬

পাঁচ সিকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপহার

—প্রিয়জনকে উপহার দিবার—

কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

রমলা—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু ... ১৸০

ঝড়ো-হাওয়া—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৲

স্বস্তচ্যুত—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ ... ১।০

সাথী—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ... ২৲

বিন্দুর ছেলে—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ২৲

বাণী—৺রজনীকান্ত সেন ... ১।০

গৌরী—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত ... ১৲

নমিতা—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া ... ২৲

সফল-স্বপ্ন—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ... ১॥০

সীতাদেবী—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর ... ১৲

রূপের মূল্য—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ... ১॥০

কল্যাণী—৺রজনীকান্ত সেন ... ১।০

মেজ-বউ—৺শিবনাথ শাস্ত্রী ... ১৲

উমা—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৶০

বিরাজ-বৌ—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ১৸০

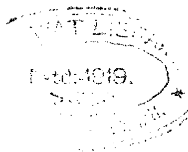
পদ্মিনী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ... ১॥০

রঙ্গমহাল—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ... ১॥০

ভাগের পূজা—ষোলজন খ্যাতনামা লেখক-লেখিকা ২৲

ঝরাপাতা—শ্রীসুরুচিবালা রায় ... ২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।



বৃন্তচ্যুত

১

অনেক রাত্রে কোন ধনী গৃহ হইতে মুজরো সারিয়া আসিয়া শশিমুখী জামা কাপড় প্রভৃতি ছাড়িতেছিল, এমন সময় তার মা আসিয়া বলিল "আজ প্যালা কেমন পেলি লো।"

উত্তরে শশি গিনি এবং টাকা বোঝাই রেশমী রুমালের পুঁটিলিটা তার মার সুমুখে মেঝের উপর ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল—কিন্তু কোন কথা বলিল না।

বৃন্তচ্যুত

তার এই অবুঝ ট্যাটা মেয়েটির সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই শশির মা কিছু কিছু করিয়া নিরাশ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ শুধু নিরাশ হইল না, একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। সে এমনি অব্যবসায়ী এবং বদ্‌রসিক যে পরিপূর্ণ যৌবন এবং যথেষ্ট পরিমাণ রূপ লইয়াও সে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না ; অথচ পাশের বাড়ীর বিন্দী এবং তারও ও-পাশের বাড়ীর ক্ষ্যান্ত খাঁদা নাক, গোল চোখ, পুরু ঠোঁট এবং আরো নানাপ্রকার খুঁত খাঁত লইয়াও বেসুরা গলায় মামুলী দুটো কীর্ত্তন করিয়া বেশ দু পয়সা কামাইয়া লইতেছে।

ছাতের উপর চিলের ঘরে মিট্ মিট্ করিয়া একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল ; আর তারি নিকটে ছেঁড়া একখানা মাদুর বিছাইয়া শশিদের অনেককেলে পুরোনো ঝি প্রসন্ন তামাক খাইতেছিল এবং ঝিমাইতেছিল ; এমন সময় শশির মা আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "হ্যালা পেসন্নী, ব্যাপারখানা কি বল্‌ত !"

খক্ খক্ করিয়া কাশিতে কাশিতে সে বলিল, "কেন, কি হয়েছে দিদি !"

২

শশির মা শুধু হাতে খড়দায় রাস দেখিতে গিয়াছিল; ফিরিয়া আসিল একটি ৩-৪ বৎসরের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে লইয়া। মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে তার কাঁধে মাথা রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু চোখের কোলে এবং গালের স্থানে স্থানে তখন পর্য্যন্ত কান্নার জল শুখাইয়া রহিয়াছে।

কোন কথা বুঝিতে শশিব বাকী রহিল না। সে গর্জ্জিয়া উঠিল, "এ মেয়ে তুমি কোত্থেকে পেলে বল?"

শশির মা ঘুমন্ত শিশুটিকে বিছানার উপর আস্তে আস্তে শোয়াইয়া দিয়া বলিল, "সব কথা না শুনে আগে থাকতে চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন! অনেক কালের এক আলাপি মেয়েমানুষের সঙ্গে দেখা হোলো, তার কোলে ফুট ফুটে মেয়েটিকে দেখে বল্লুম, মেয়েটিকে আমায় দেবে দিদি—সে ত বল্লে 'তা নাও না'—তা এতে আর দোষটা—"

বাধা দিয়া শশি বলিয়া উঠিল, "মিথ্যে কথা ; তুমি নিশ্চয়ই কোন ভদ্রলোকের মেয়ে চুরি করে এনেছ।"

শশির মা ছিটকাইয়া উঠিল, "আমি যদি মিথ্যে কথা বলে থাকি ত,—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

শশি মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমারও মুখ্যে আগুন, আর তোমার দিব্যিরও মুখ্যে আগুন। আমাকেও তোমার আলাপি মেয়েমানুষের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলে নয় ?"

"তা কি আর আমি বলছি।"

"আজই না হয় বলছ না। প্রথম যখন আমাকে চুরি করে এনেছিলে, তখন পাড়ার লোককে ঐ কথাই বলেছিলে কি না, একবার মনে করে দেখ দেখি। তখনও ঠিক এমনি করেই দিব্যি গেলেছিলে। লজ্জাও করে না মুখ নাড়তে ?" বলিয়া শশি হাঁপাইতে লাগিল।

শশি মনে মনে ঠিক করিল, কালই সে যেরূপে হউক মেয়েটিকে খড়দায় লইয়া যাইবে ; এবং সেখানকার পুলিসের জিম্বায় তাহাকে রাখিয়া আসিবে। শশির মা কিন্তু ঠিক করিল, মেয়েটিকে সে পুষিবে ; এবং বড় হইলে তাহার দ্বারা

বেশ দু পয়সা রোজগার করিয়া লইবে,—যদিও ততদিন পর্য্যন্ত সে যে টিকিয়া থাকিতে পারিবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

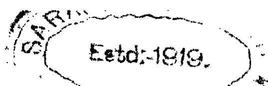
রাত্রে মেয়েটিকে অনেক করিয়া ভোলাইয়া শশি ঘুম পাড়াইল; বলিল, "কালই তোমাকে তোমার মার কাছে পাঠিয়ে দেবো। লক্ষ্মী মেয়ে আমার, কেঁদো না" এবং সে ঘুমাইয়া পড়িলে, অনেক রাত পর্য্যন্ত তার সেই করুণ মুখখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তার শূন্য প্রাণটা আজ যেন সহসা ভরিয়া উঠিয়াছে, বর্ষার নদীর মত সে যেন কূল ছাপাইয়া পড়িতে চায়। এই অজানা অচেনা মেয়েটির মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া তার মনে হইতে লাগিল, এতদিন যে তার মনটা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিল না, সে কেবল এই মেয়েটিরই অভাবে—ঠিক এই মেয়েটি! কত রাত্রি যে তার কাছে নেহাতই ফাঁকা এবং নিঃশব্দ বলিয়া বোধ হইয়াছে; কত দুপুর, কত বৈকাল, কত সন্ধ্যা যে আসিয়াছে এবং চলিয়া গিয়াছে; অথচ তার বুকের উপর তাদের আসা যাওয়ার কোন পদচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই—সেও কেবল এই মেয়েটি ছিল

না বলিয়া। সে আবেগ ভরে ঘুমন্ত খুকীকে আপনার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

তার পর দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু মেয়েটীকে ফিরাইয়া দিয়া আসিবার কোন লক্ষণই শশি প্রকাশ করিল না। শশির মা প্রসন্নকে ডাকিয়া বলিল, "যাগ্, ওর যে সুমতি হয়েছে, এই না আমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি।"

সন্ধ্যার কিছু পরে একটি কাপ্তেন গোছের ছোকরা শশির মার সহিত শশির সম্বন্ধেই কি সব কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমন সময় দরজার আড়াল হইতে শশি ডাকিল, "মা, একবার এদিকে এসো।"

তার মা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই, সে ভারি বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল, "ছাখ মা, ফের যদি ঐ সব লোককে এ বাড়ীতে ঢুক্‌তে দাও ত আমি এখান থেকে চলে যাব, বলে দিচ্ছি।" তার পর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া গেল; এবং নিজের ঘরে আসিয়া খুকিকে প্রাণপণ বলে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।



বৃন্তচ্যুত

রাত্রে শয্যায় শুইয়া শশি আবল তাবল কত কি ভাবিতে লাগিল ; এই যে মেয়েটি—এ ত একদিন বড় হইয়া উঠিবে। তখন তাদের মতন করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবনটী কি কেবল—শশি মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। ঘুমন্ত খুকীকে জাগাইয়া তুলিয়া সে বলিল, “মান্তু, আমি তোর কে হই রে !”

জড়িত কণ্ঠে মান্তু উত্তর দিল, “মা !” শশির চোখ দুটো জ্বালা করিয়া উঠিল। সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরময় পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তার মনের মধ্যে অসংখ্য চিন্তা জাগিতে লাগিল—কেন সে তাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিল না। কেন নিজের সুখের জন্য তাকে ধরিয়া রাখিল ?—এখন ত আর উপায় নাই, আর উপায় থাকিলেই বা কি হইত ? সে কি তাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিবে ? পাগল না কি ! এই যে এত বড় একটা মায়ার বাঁধন—এটাকে এক মুহূর্ত্তে ছিঁড়িয়া ফেলাটা কি এতই সোজা ! না—না, সে কথা সে আজ ভাবিতেও পারে না।

প্রসন্ন আপনার ঘরে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছিল ; শশি হঠাৎ গিয়া তাকে জাগাইয়া তুলিল, এবং কোন কথা

জিজ্ঞাসা করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আমি কি করি বল্ দেখি পেসন্না!" ঝিমাইতে ঝিমাইতে প্রসন্ন বলিল, "কেন, আবার কি হোলো!"

"তোদের কি বল্ না, তোরা ত দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিস—আমি যে কিন্তু আর পারি না। এমন জানলে তখুনি যে ওকে"—কথাটা আর শেষ করা হইল না—শশি কাঁদিয়া ফেলিল।

শশব্যস্তে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া প্রসন্ন বলিয়া উঠিল, "ও কি, কি হয়েছে তোর! পাগল হলি না কি!"

প্রসন্নর বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া শশি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, "তোর পায়ে পড়ি পেসন্নী, আমাকে বাঁচা। মান্তকে আমি কিছুতেই আমাদের মতন হতে দোবো না। তোরা ভাল করে দেখিস্‌নি, মান্তর আমার মুখখানি ঠিক যেন দুগ্‌গা ঠাকরুণের মতন।" শশি দ্বিগুণ বেগে কাঁদিয়া উঠিল।

নিজের ঘরে আসিয়া শূন্য শয্যায় শুইয়া শশি কত কি ছাই পাঁশ ভাবিতে লাগিল; সে ভাবিল, কাউকে কিছু না বলিয়া হঠাৎ সে একদিন মান্তকে লইয়া কোনও সুদূর পল্লী-

গ্রামে পলাইয়া যাইবে; এবং নিজেদের প্রকৃত পরিচয় লুকাইয়া সমাজের একজন হইয়া সেখানে বাস করিবে। তার পর মান্তু বড় হইলে, একটি সুপাত্র দেখিয়া তাহার বিবাহ দিবে—তার পর?

তার পর কি হইবে কে জানে।

৩

তার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এই এক বৎসরের মধ্যে শশির মা ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং মান্তুর ক্ষুদ্র জীবন-প্রদীপটিও ইহারি মধ্যে কোন একদিন হঠাৎ অসময়ে নিবিয়া গিয়াছে।

শশি তাদের পূর্ব্বেকার বাসা ত্যাগ করিয়া ভদ্রপল্লীর দিকে একটী ছোট খাট একতালা বাড়ী ভাড়া করিয়া প্রসন্নকে লইয়া বাস করিতেছে। তার মা তার জন্য যে টাকাটা রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাতে সে সারা জীবন পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইতে পারে—সে জন্য তার কোন চিন্তাই ছিল না। কিন্তু তথাপি তার মন কিছুতেই শান্ত হইতে চাহে না। মান্তু যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন তার সম্বন্ধে শশি যে সব জল্পনা কল্পনা মনে মনে আঁটিয়া রাখিত—তার মৃত্যুর পর সেইগুলোকে নিজের উপর অল্পে অল্পে চাপাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। সে ভাবিল,

স্বস্তচ্যুত

কোন পল্লীগ্রামে গিয়া, নিজের প্রকৃত পরিচয় ভাঁড়াইয়া, সমাজের একজন হইয়া বাস করিলে ত হয়! কেন, দোষ কি তাতে! কি অপরাধটা সে করিয়াছে সমাজের কাছে! তার মনে হইতে লাগিল, ঐ যে ক্ষুদ্র বালিকাটি তার জীবনের মাঝখানটিতে হঠাৎ একদিন অতিথির মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং প্রভাত না হইতেই চলিয়া গিয়াছে, সে শুধু হাতে আসে নাই—সে আসিয়াছিল সমাজের কাছ হইতে তার জন্য লিপি বহিয়া। সে লিপির মধ্যে ছিল আনন্দের বার্ত্তা,—সে লিপির মধ্যে ছিল সমাজের তরফ হইতে তার সাদর নিমন্ত্রণ।

৪

শশিমুখি প্রসন্নকে লইয়া যে বাড়ীতে বাস করিতেছিল, তাহারি সম্মুখে ছিল একটা মেস-বাড়ী ; মাঝখানে কেবল একটা সরু গলির ব্যবধান। এই মেস-বাড়ীর যে ঘরটি শশিদের ছাতের ঠিক সামনেই পড়িত, তাহার মধ্যে থাকিত নলহাটীর চাটুর্য্যেদের ছোট ছেলে সনৎকুমার।

এই তরুণ সুন্দর ছেলেটি গত বৎসর মাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় থাকিয়া আই-এ পড়িতেছিল। দেশে তাদের অবস্থা খুবই ভালো। তার উপর তার মাথার উপর উপযুক্ত দুই দাদা বর্ত্তমান। কাজেই ইচ্ছা করিলে সে থিয়েটার দেখিয়া, বাবুয়ানা করিয়া এবং ইয়ারকি দিয়া দিনগুলোকে সিগারেটের ধোঁয়ার মত করিয়া ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না। যে সকল ভূত মানুষ বিশেষকে সুখে থাকিতে দেখিলেই হঠাৎ আসিয়া কিলাইয়া যায়, তাদেরি গুটিকতক আসিয়া

তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং তাহাকে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে দিত না।

অমুক গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, তার জন্য পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা আদায় করিয়া বেড়াইতে হইবে। পশ্চিম হইতে অমুক রাজনৈতিক পাণ্ডা কলিকাতায় আসিতেছেন, তাঁর সম্বর্দ্ধনার জন্য বিশেষ করিয়া একটু আয়োজনাদি করিতে হইবে। স্বদেশহিতৈষী অমুক ভদ্রলোক অন্নাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন; কাজেই গোলদীঘিতে আসিয়া আর তেমন চীৎকার করিতে পারিতেছেন না—তাঁহার জন্য একটা না একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এমনি ধারা নানান্ কাজ তার ঘাড়ের উপর ভূতের মতন রাতদিন চাপিয়া বসিয়া থাকিত; এবং মুখে যদিও সে অত্যন্ত মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিয়া বেড়াইত যে,এমন করিয়া সে আর পারে না—আসলে কিন্তু সে ঠিক এই সকল কাজই চাহিত; এবং ইহার জন্য মনে মনে সে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিত। সে যে কাজের ভার একবার লইত,তাহার জন্য এমনি কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইত, এবং এমনি নির্ম্মম ভাবে আপনার শরীরটাকে খাটাইয়া খাটাইয়া জখম করিয়া ফেলিত যে,

দেখিয়া মনে হইত, কাল আর সে উঠিতে পারিবে না। কিন্তু রাত না পোহাইতেই দেখা যাইত, সে নূতন একটা কাজের ভার তেমনি উৎসাহের সঙ্গেই অম্লান বদনে ঘাড়ের উপর চাপাইয়া লইয়াছে ; এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত ব্যতিব্যস্ত ভাবে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

যার কাজ সে সুমুখে দাঁড়াইয়া যথেষ্ট তারিফ করিত বটে, কিন্তু লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইত,—আহাম্মক পাইয়া খুব খানিকটা বেওয়ারিশ খাটাইয়া লইয়াছে। কিন্তু কাজটাই হচ্ছে যাদের কাছে পুরস্কার,—কাজ দিয়া তাহাদের ঠকাইতে যাইলে যে নিজেকেই সবচেয়ে বেশী ঠকানো হয়, এ খবরটা তারা সম্ভবত ; জানিত না।

সে দিন দুপুর বেলায় শশি ছাতে চুল শুকাইতে উঠিয়াছিল, —চাহিয়া দেখে, মেস-বাড়ীর সুমুখের ঘরে একটি ১৯-২০ বছর বয়সের সুন্দর ছেলে টেবিলের ধারে বসিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত কি একখানা বই পড়িতেছে। মুখখানি তার ভারি কচি। এত কচি যে তাহাকে দেখিয়া সরিয়া যাইবার কোন প্রয়োজনীয়তাই শশির মনে উদয় হইল না—সে চুপ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বস্তচ্যুত

হঠাৎ একসময় বই হইতে মুখ তুলিয়া জানালার দিকে চোখ ফিরাইয়া ছেলেটি শশব্যস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; এবং ঘাড় হেঁট করিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। মোটের উপর সে এমনি ভাবটা প্রকাশ করিল, যেন ভুল করিয়া সে একটা মহা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে।

শশি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক পাও নড়িল না—নড়িবার শক্তিও তার ছিল না। এই যে সম্ভ্রমটুকু সে আজ এই অপরিচিত ভদ্রসন্তানটির কাছ হইতে অযাচিত ভাবে লাভ করিল, ইহার জন্য সে আদবেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যখন সত্যসত্যই পাইল, তখন তার সমস্ত বুকখানা হঠাৎ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল ;—কি সে আত্মপ্রসাদ! তার সমস্ত নারীত্ব আজ যেন হঠাৎ মাথা উঁচু করিয়া কেবলি চীৎকার করিয়া বলিতে চাহিতে লাগিল, "আমি আছি, আমি আছি।" সেই তাদের পুরাতন বাটীর বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া যে নারীত্ব একদিন হাজার লোকের লালসা-দৃষ্টির মাঝখানে যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর মত ভিতরে ভিতরে তিল তিল করিয়া মরিতেছিল, এই তরুণ ছেলেটির একটি মাত্র সম্ভ্রম দৃষ্টি আজ তাহাকে হঠাৎ কি করিয়া কে জানে এক

মুহূর্ত্তে বাঁচাইয়া দিয়া গেল। তার মনে হইতে লাগিল, দুনিয়াটাকে সে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লয়।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া তার মনে হইতে লাগিল, ঐ যে ছেলেটি, ও যখন দেশে ফিরিয়া যায়, তখন ওর দিদি ওকে কতই না আদর করে,—মমতায় শশির বুকখানা ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু এই যে সম্মান, এ কি সত্যই তার প্রাপ্য ?—আজ যদি ঐ ছেলেটি কোন উপায়ে তার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া যায়, তাহা হইলে সে কি আর কোন দিন অমন করিয়া—এক মুহূর্ত্তে শশির মুখখানা কালো হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া কুটনো ছাড়াইতে ছাড়াইতে শশি বলিল, “আচ্ছা পেসন্নী, যারা নিজে হতে বেরিয়ে আসে, তাদের না হয় সমাজ আর ফিরিয়ে না নিলে। কিন্তু যে সব মেয়েকে ওরা ছেলেবেলায় চুরি করে এনে পোষে, তাদের অপরাধটা কি যে, তারা অমন করে সারাটা জীবন জ্বলতে থাকবে!” এবং প্রসন্নর উত্তরের জন্য একটুও অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া

উঠিল, "সমাজের উচিত তাদের জন্য একটা কিছু বন্দোবস্ত করা।"

দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া সারিয়া মেঝের উপর একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়া শশি নানান কথা ভাবিতে লাগিল। প্রথমেই তার মনে পড়িয়া গেল মান্তুর কথা ;—শশির চোখ দুটো জলে ভরিয়া উঠিল। তার পর অনেক দিন পূর্ব্বেকার সেই সব জল্পনা কল্পনা ; সেই পরিচয় ভাঁড়াইয়া মান্তুকে লইয়া কোন অচেনা পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিবার কল্পনা এবং পরে তার বিবাহ দিয়া তাকে সমাজের মধ্যে সকলের অজ্ঞাতসারে একটু একটু করিয়া চালাইয়া দেওয়া। সে বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত একদিন তাহাকে লইয়া সে সুখের সংসার পাতিতে পারিত। তার পর চিন্তা স্রোত হঠাৎ ভিন্ন পথ ধরিল,—তার নিজের জীবনটাও ঐ মান্তুরই মত কেবল দৈব বিড়ম্বনায় পড়িয়া এমন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে—তা না হইলে সে আজ কোন ভদ্র সংসারের মধ্যে মেস বাড়ীর ঐ সুন্দর ছেলেটির মতই একটি ছোট ভায়ের দিদি হইয়া—শশির দম ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

৫

দুপুর বেলা ছাত হইতে হঠাৎ নামিয়া আসিয়া প্রসন্নকে ডাকিয়া শশি বলিল, "দ্যাখ পেসন্নী, কলকাতায় না থেকে কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকলে বেশ হয় না ?"

অবাক্ হইয়া তার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া প্রসন্ন বলিল, "এ নূতন খেয়াল আবার কতক্ষণ থেকে মাথায় চাপ্‌লো শুনি।"

"এর মধ্যে খেয়ালটা তুই কোথায় পেলি বল্ ত !" উত্তরে প্রসন্ন কি বলিতে যাইতেছিল ; বাধা দিয়া শশি বলিল, "যাক্ এখন একটা কাজ করতে পারিস ?"

"কি কাজ শুনি।"

"আমাদের ছাতে উঠলে মেস-বাড়ীর যে ঘরটা সামনে পড়ে—"

বাধা দিয়ে প্রসন্ন বলিয়া উঠিল, "আর বলতে হবে না বুঝেছি।"

"ছাই বুঝেছিস্,—কি বুঝেচিস বল্ ত।"

সে কথায় কাণ না দিয়া প্রসন্ন বলিয়া যাইতে লাগিল, "তাই বলি, সময় নেই অসময় নেই, অত ছাতে ওঠা কেন রে বাপু—"

প্রসন্ন আরো কি সব বলিতে যাইতেছিল,—শশি ভারি গলায় বলিয়া উঠিল, "খবরদার পেসন্নী, ও নিয়ে ইয়ারকি দিস্‌নে বলছি—সে আমার মার পেটের ভাই হয়।"

প্রসন্ন থত মত খাইয়া থামিয়া গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ ভাল কথা—কি বলছিলুম, তুই আমার একটা কাজ করতে পারিস ?"

"কি কাজ শুনি।"

"ছেলেটিকে গিয়ে আমার কাছে একবার ডেকে আনতে পারিস।"

প্রসন্ন অবাক হইয়া শশির মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

শশি বলিল, "কেন এটা কি তোর কাছে এতই অদ্ভুত ঠেকছে ?"

সে বলিল, "তা ঠেকছে বৈ কি বাপু।"

কি ভাবিয়া শশি বলিল, "আচ্ছা, তবে থাকৃগে।"

পরদিন কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে প্রসন্নকে ডাকিয়া শশি আবার বলিল, "তুই একবার মেস-বাড়ীতে গিয়ে ঐ ছেলেটিকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয় দেখি।"

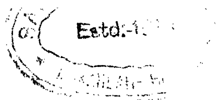
প্রসন্ন বলিল, "গ্যাখ্ শশি, সত্যি বলতে কি, তোর সবই যেন অনাছিষ্টি ; চেনা নেই শোনা নেই—হঠাৎ কি বলে গিয়ে দাঁড়াই বলত ? বলব, আমাদের শশি তোমাকে ডাকছে, তুমি এস ?"

বিরক্ত ভাবে শশি বলিল, "তা বলতে যাবি কেন ?"

"তবে ?"

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া শশি বলিল, "বলবি আমরা বড় বিপদে পড়েছি—না থাকৃগে, ওকথা বলে কাজ নেই,—বলবি আমরা—দুর কর ছাই" তারপর কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া সে আবার বলিল, "আসল কথাটা হচ্ছে, কোন রকম করে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে আমি তার সঙ্গে গোটা কতক কথা কইতে চাই—বিশেষ দরকার আছে—।"

প্রসন্ন এবার হাসিয়া ফেলিল।



ভারি বিরক্ত হইয়া শশি বলিল, "এটুকু আর বুদ্ধি খাটিয়ে গুছিয়ে বলতে পারবি নে ?"

প্রসন্ন বলিল, "তুই-ই বা পারছিস কৈ ?"

শশি বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল, "তোদের দ্বারা যদি একটা কাজ হবার জো আছে।"

৬

প্রসন্ন ভাবিয়াছিল এই ইংরাজী-পড়া ছেলেটি না জানি তাকে কত জেরাই করিয়া বসিবে, এবং সে জন্য সে প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিল ; কিন্তু তাহাকে বেশি কথা বলিতে হইল না। সকল কথা না শুনিয়াই সনৎ বলিল, "তা বেশ, এখুনি চলুন না।" তারপর জামা না পরিয়াই, এবং পা দুটোকে চটি জোড়ার মধ্যে কোন মতে চালাইয়া দিয়াই, সে ভারি ব্যস্ত ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল ; এবং ফটাস্ ফটাস্ শব্দ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। পাশের ঘর হইতে একটি ছোকরা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, ব্যাপারখানা কি ?"

সে বলিল, "একটু কাজ আছে ভাই।"

সনৎকুমার উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই, শশি মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বলিল, "ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ঘরের ভেতর এসে বসুন না।"

মেস হইতে আসিবার সময় সনৎ যে রকম লম্ফ ঝম্প

করিয়াছিল, এই অপরিচিতা স্ত্রীলোকটীর স্থমুখে দাঁড়াইয়া একমুহূর্ত্তে সে সব কোথায় চলিয়া গেল,—সে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রসন্ন বলিল, “দিদিমণি যে আপনাকে ঘরে যেতে বলছে—শুনতে পাচ্ছেন না।”

সনৎ প্রসন্নর মুখের পানে একবার তাকাইল ; তার পর আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

শশি বলিল, “তক্তপোষের উপর ভালো করে বস্থন না,—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন!”

সে লক্ষ্মী ছেলেটির মত তাহাই করিল। এই লাজুক ছেলেটীর দুরবস্থা দেখিয়া প্রসন্ন দূর হইতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল ; শশির কিন্তু করুণায় বুকখানি ভরিয়া উঠিতেছিল।

সে বলিল, “এখানে আপনার লজ্জা করবার কোন কারণ নেই। মনে করে নিন না কেন, আমি আপনার বড় বোন হই।” তার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, “দেশে আপনার বড় বোন আছেন ত ?”

সনৎ চকিতের মত একবার এই অপরিচিতা স্ত্রীলোক-

টির পানে চাহিল ;—শশি দেখিল, তার বড় বড় চোখ দুটি ছল ছল করিতেছে। শশি ভাবিল, দিদির জন্য হয়ত তার মন কেমন করিতেছে। তাই বলিল, "আপনার দিদি বুঝি আপনাকে খুব ভালবাসেন ?"

ভাঙ্গা গলায় সনৎ বলিল, "হ্যাঁ, যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন খুবই ভালবাসতেন।" তার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া গোটা গোটা জলের ফোঁটা গুলো কোলের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল।

শশির ইচ্ছা যাইতে লাগিল, এক মুহূর্ত্তে সে এই অপরিচিত ছেলেটিকে বুকের মধ্যে টানিয়া লয়।

তার পর আজে বাজে কত কথাই হইল। সনৎদের দেশের কথা, তার বাপ মার কথা, তার বড় দুই ভায়ের কথা, তার বৌদিদিদের কথা, এমনি আরো কত কি।

সনৎ আসিয়াছিল নেহাতই লাজুক ছেলেটির মত ; কিন্তু দুচার কথার পর সে এমনি জমিয়া গেল, এবং হাতমুখ নাড়িয়া এমনি বকিতে আরম্ভ করিল যে, বাহির হইতে দেখিয়া কাহারও সন্দেহ করিবার জো ছিল না—

শশির সহিত তার পরিচয়টা মাত্র একদিনের, এবং তাও কয়েক মিনিটের।

যাইবার সময় সনতের হঠাৎ খেয়াল হইল, আসল কথাটা ত শোনা হইল না। সে বলিল, "আপনি কি জন্যে ডেকে-ছেন তা ত কৈ বল্লেন না?"

একটু হাসিয়া শশি বলিল, "কাল আবার আসছ ত,—তখন বলব অখন।" আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতে তার নেহাতই বাধ বাধ ঠেকিতেছিল।

সনৎ চলিয়া গেলে পর শশি শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল; কিন্তু বেশিক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারিল না। কলতলায় বসিয়া প্রসন্ন বাসন মাজিতেছিল,—শশি গিয়া তারি পাশে উপু হইয়া বসিল, এবং কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা পেসন্নী, তুই যখন দেশ ছেড়ে চলে আসিস, তখন তোর বয়স কত?"

সে বলিল, "কুড়ি বছর।"

"তোর ছোট ভাই ছিল?"

"তা ছিল বৈ কি" বলিয়া প্রসন্ন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

বৃন্তচ্যুত

"তার জন্যে তোর মন কেমন করে না?"

"তা আবার করে না!" বলিয়া প্রসন্ন আঁচলের খুঁট দিয়া চোখের জল মুছিল।

শশি আবার নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তার মনে হইতে লাগিল, এই যে প্রসন্ন—এ তবু জানে কোথায় তার দেশ ছিল, কে তার বাপ মা, কে তার ভাই বোন, কিন্তু সে?—সে যে তাও জানে না। চোখ বুজিয়া সে যে একটি পরিচিত মুখও ভাবিতে পারে না—কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। আজ মান্তুর কথা তার বার বার করিয়া মনে পড়িতে লাগিল। সেই দুদিনের হাসি কান্না—তার পর কোথায় সব মিলাইয়া গেল।

বালিসটাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া শশি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন সকাল বেলা চান করিয়া উঠিয়া শশি সবে মাত্র রান্না চড়াইয়াছে, এমন সময় সনৎ আসিয়া হাজির হইল।

"আজ আসতে বলেছিলেন, এসেছি। এইবারে সেই কথা বলুন!"

"তোমার বুঝি কাল সারারাত ঘুম হয় নি?—আচ্ছা

পাগলা ছেলে ত !" বলিয়া শশি সস্নেহ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকাইল।

সনৎ চৌকাঠের উপর উপু হইয়া বসিয়া বলিল, "ঘুম হবে না কেন,—তবু শুন্‌তে ইচ্ছে হয় না ?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশি বলিল, "বলছিলুম কি, তোমাদের দেশে আমার একটা থাকবার জায়গা ঠিক করে দিতে পার ? এখানে আমার একটুও মন টিকছে না।"

এক মুহূর্ত্তে সনৎ লাফাইয়া উঠিল, "এই কথা ! তা কাল বল্লেন না কেন—তখুনি দেশে গিয়ে সব বন্দোবস্ত করে আসতুম,—আমাদের বাড়ীতেই ত অনেক ঘর খালি পড়ে রয়েছে, গিয়ে থাকলেই হয়।" সে ভারি উৎসাহের সহিত আরো কি বলিতে যাইতেছিল,—বাধা দিয়া শশি বলিয়া উঠিল, "সে হয় না ভাই ; আশে পাশে কোন ছোট খাট বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না ?"

"কেন, তাতে দোষ কি ; মা শুনলে খুব খুসী হবে। আমার মাকে আপনি চেনেন না, তাই ও কথা বলছেন।"

স্বস্থচ্যুত

ডালের কড়াটা উনান হইতে নামাইয়া শশি বলিল, "তোমাকে যে একবার দেখেছে, তোমার মাকে চিনতে তার একটুও দেরি হয় না সনৎ।"

"তবে আপনার আপত্তিটা কি?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশি বলিল, "সব কথা কি বলা যায় ভাই।"

সনৎ বলিল, "তা বেশ, একটা আলাদা বাড়ীই না হয় ঠিক কোরে দোবো।" কথাটা শেষ করিয়াই সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল।

তার মুখের দিকে চাহিয়া শশি বলিল, "এখুনি উঠছ যে।"

সে বলিল, "দশটার গাড়ী ধরতে হলে, আর ত দেরি করলে চলে না।"

অবাক হইয়া শশি বলিল, "সে কি! তুমি আজই দেশে চলেছ না কি?"

সনৎ বলিল, "হুঁ।"

"না—না, অত তাড়াতাড়ি করবার কিচ্ছু দরকার নেই।"

সনৎ বলিল, "দেরি করেই বা ফল কি ?"

শশব্যস্তে শশি বলিল, "না—না, তোমাকে অত ছুটোছুটি করতে হবে না।"

একটু হাসিয়া সনৎ বলিল, "ছুটোছুটি করা আমার খুব অভ্যাস আছে ;—আপনি দেখুন না, কালই সব ঠিকঠাক করে ফিরছি।"

কথাটা শেষ করিয়াই সে এক লম্ফে উঠানে গিয়া পড়িল, এবং চক্ষের নিমেষে দরজা পার হইয়া চলিয়া গেল।

সনৎকে প্রথম যেদিন শশি ডাকিয়া পাঠায়, সেদিন সে ভাবিয়াছিল, এই অপরিচিত ছেলেটি প্রথমেই তাকে জিজ্ঞাসা করিবে, বাড়ীতে কোন পুরুষ অভিভাবক নাই কেন ? এবং তার উত্তরে কি বলিতে হইবে না হইবে, তাহাও সে মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এই অদ্ভুত ছেলেটি সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলিল না।

৭

বৈকাল ৫টার ট্রেণে দেশে পৌঁছিয়া একটা জীর্ণ এক-তালা বাড়ীর উঠানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া সনৎ ডাকিল, "চন্দর দা আছ ?"

বছর ৩৫ বয়সের গৌরবর্ণ ছিপ্‌ছিপে একটি লোক বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "হঠাৎ ছুটি নেই ছাটা নেই, দেশে এলি যে বড় !"

একটু হাসিয়া সনৎ বলিল—"দরকার না থাকলে কি আর শুধু শুধু এসেছি !"

"তা ভেতরে আয় না, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন !"

দুজনে অপরিচ্ছন্ন একটা জীর্ণ ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সনৎ বলিল, "ঘরটা একটু পরিষ্কার করিয়ে নিতে পার না চন্দর দা—এ হয়েছে কি ! এ ঘরে থাকো কি করে ?"

চন্দ্রকান্ত একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে কি বলে জানিস, গৃহিণী যে সংসারে নেই, সে সংসার অরণ্য তুল্য—আমার ঘর ত তবু এখনও তা হয়নি।"

তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া সনৎ বলিল, "সংস্কৃত সাহিত্য এখন রাখ চন্দর-দা, কাজের কথা আগে শোন—একটা ছোট খাট বাড়ী এ অঞ্চলে কোথায় পাই বল দেখি।"

"কেন, কি হবে?" বলিয়া চন্দ্রকান্ত সনতের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

"আগে বল না কোথায় পাই।"

"কেন, না বল্লে, আমি বলছি না।"

"বলছি ত দরকার আছে।"

"কি দরকার, শুনি!"

মাদুরের একটা কোণ খুঁটিতে খুঁটিতে সনৎ বলিল, "একজন থাকবে।"

"কারা থাকবে তাই বল না!"

"সে তুমি চিনবে না চন্দর-দা; তারা আমাদের মেসের সামনে থাকে।"

"আরে বাপু, নেই বা চিনলুম, তা বলে তাদের পরিচয় শুনতে কিছু দোষ আছে!—আচ্ছা পাগলা ত তুই।"

"অত শত কে তাদের জিজ্ঞেসা করতে গেছে।"

"নামও জানিস না?"

"মেয়ে মানুষকে নাম জিজ্ঞাসা করতে বুঝি পারা যায়।"

"আরে পাগলা, তাদের কর্ত্তারা ত আর মেয়েমানুষ নয়।"

বিরক্ত হইয়া সনৎ বলিল, "তাদের কর্ত্তা আছে বুঝি।"

"তবে!"

"মেয়েটি একলাই সে বাড়ীতে থাকে। তাই ত তাকে দেশে আনবার চেষ্টা করছি।"

"একলা থাকে কি বল্?" বলিয়া চন্দ্রকান্ত অবাক্ হইয়া সনতের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

"হাঁ হাঁ, একলা থাকে।"

"বলিস কি রে!"

তার পর কি ভাবিয়া সে বলিয়া উঠিল, "মেয়েটি কি তোর সঙ্গে কথা কয়?"

"তা আর কয় না!"

"তা তুই কোন কথা তাকে জিজ্ঞেসা করিস নি ?"

"কি আর জিজ্ঞেসা করবো ?"

তার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল, "সাধে তোকে এত ভালবাসি সনৎ।"

তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "মেয়েটির বয়স কত হবে আন্দাজ।"

কিছুক্ষণ ভাবিয়া সনৎ বলিল, "তা অত বুঝতে পারি না। তবে আমার চেয়ে নিশ্চয়ই বড়।"

"কি করে জানলি।"

"বা রে, তা না হলে আর আমার সঙ্গে তুমি তুমি বলে কথা কয়।"

হাসিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল, "তবে না কি আমাদের সনতের বুদ্ধি নেই।"

"না ঠাট্টা নয় চন্দর-দা, একটা কিছু ঠিক করে দাও।"

"তাই ত ভাবছি রে পাগলা, বাড়ী কোথায় পাই ; পুরুষ মানুষ হলে না হয় আমারি একখানা ঘর সাফসুদরো করে দিতুম—তা ত আর হবার জো নেই।"

সনৎ বলিল, "আমাদের বাড়ীতে থাকবার কথা বলেছিলুম, তা রাজি হন্ না যে।"

"তবে কি করি বল্ দেখি ?"

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর হঠাৎ এক সময় সনৎ বলিয়া উঠিল, "হয়েছে চন্দর-দা,—ঠিক হয়েছে—ঘোষেদের বাড়ীটা ত পড়ে রয়েছে—ঐটে ভাড়া নিলে ত হয়।"

"তারা কি ভাড়া দেবে ?"

"নিশ্চয়ই দেবে, দেশে ত তারা আসে না বল্লেই চলে। বাড়ীটা ত আজ চার বৎসর খালি পড়ে রয়েছে—তবু ত দুপয়সা আসবে। ঘোষেরা আবার রাজী হবে না—তুমি বল কি চন্দর-দা।"

কথাটা ঠিক শেষ হইয়াছে ;—এমন সময় ৭, ৮ বছরের হৃষ্ট পুষ্টএকটি বালক ছুটিতে ছুটিতে ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সনৎকে দেখিয়া লাফাইতে লাফাইতে মহোল্লাসে তার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কখন এলে সানুদা ?"

তাকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া আদর করিতে

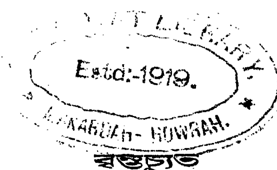
করিতে সনৎ বলিল, "এই সবে আসছি। তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে ভুলো।"

সনতের সার্টের বোতামগুলো লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে ভুলো বলিল, "বারোয়ারি তলায় সং গড়ছে, তাই দেখছিলুম।" তার পর হাত মুখ নাড়িয়া সে কত কথাই বলিল। কোন সংটা কেমন হইয়াছে,—পুতনারাক্ষসীর দাঁতগুলো কত বড় বড়, ভীমের গদাটা কি প্রকাণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্ণনা শেষ করিয়াই সে বলিল, "চল না সান্তুদা,—দেখবে চল না।"

সে বলিল, "এখন থাক, অন্য সময় যাবো অখন।"

৮

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্যের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাসটা হইতেছে এই :—তার পিতামহ ৺দ্বারিকানাথ ভট্টাচার্য্য বেশ একজন নামজাদা কথক ছিলেন ; কথকতা করিয়া তিনি বেশ দুপয়সা জমাইয়াছিলেন এবং পুত্রকে রীতিমত লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। চন্দ্রকান্তের পিতা ৺মহেশ ভট্টাচার্য্য সকল বিদ্যাই আয়ত্ত করিয়াছিল ; কেবল পয়সা কি করিয়া রাখিতে হয়, সে বিদ্যাটা তার একেবারেই জানা ছিল না। তাহাকে অল্প বিস্তর ঠকাইয়া লয় নাই, এমন লোক বোধ হয় ও তল্লাটে একটিও ছিল না। মহেশচন্দ্রের কিন্তু ধারণা ছিল, সেই সকলকে ঠকাইয়াছে,—কেন না গ্রামের অন্য লোকেরা যখন সংসার-চক্রের নিষ্পেষণে দিন রাত আর্ত্তনাদ করিয়া মরিতেছে, সে-সময় সেই কেবল ফাঁকি দিয়া নিজেকে চুপে চুপে কখন এই জাঁতা-কলটার বাহিরে



লইয়া আসিয়া, পুঁথির স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে দিব্য নিশ্চিন্তভাবে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে।

লোকে তাকে আহাম্মক বলিত। সে মনে মনে হাসিত আর ভাবিত, "আহা বেচারাদের কি কষ্ট!"

মরিবার সময় মহেশচন্দ্র একমাত্র পুত্র চন্দ্রকান্তকে ডাকিয়া বলিল, "তোমার জন্যে এই এক পুঁথি ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারলুম না বাবা।"

সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ আর ঐ পুঁথিই আমার যথেষ্ট—আপনি সে জন্যে ভাববেন না বাবা।"

অতি শৈশবেই চন্দ্রকান্ত মাকে হারাইয়াছিল—পিতার মৃত্যুর পর সে নেহাতই একা হইয়া পড়িল।

সকলে বলিল, "বিবাহ কর।"

সে বলিল, "উঁ হুঁ।"

বাপের রোগ চন্দ্রকান্তে বেশ রীতিমত অর্শাইয়াছিল। সেও দিন রাত পুঁথি ঘাঁটকাইতে আরম্ভ করিল। সকলে বলিল, "ছোঁড়াটার মাথা বিগড়োতে আর বড় বেশি বিলম্ব নেই।" কিন্তু পুঁথি ঘাঁটকালে ত আর পেট

ভরে না—চন্দ্রকান্তেরও পেট ভরিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

এই সময় সৌভাগ্য ক্রমে গ্রাম্য স্কুলের হেড পণ্ডিতের পদ খালি হয় এবং সনতের বাপের সুপারিসে সে উক্ত চাকরিটি সহজেই পাইয়া যায়।

গ্রামের সকলে তাকে ঠিক ভাল না বাসিলেও, আহাম্মক বলিয়া মনে মনে একটু দয়া করিত। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে এমন একটা কাজ করিয়া বসিল, যাহাতে গ্রামশুদ্ধ লোকের পিত্ত একই সঙ্গে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে পূজার ছুটিতে কাশী গিয়াছিল, ফিরিল—একটি ২,৩ বছরের মোটা সোটা ছেলে লইয়া। পাড়ার সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছেলে তুমি কোথায় পেলে ?"

সে বলিল, "জেরা করবার দরকার নেই, আমি আপনা হইতেই সব বলছি।" তার পর একটুও দ্বিধা না করিয়া অতি পরিষ্কার কণ্ঠে সে বলিল, "এর মা ছিল কাশীর একজন বেশ্যা। সে হঠাৎ মারা যাওয়াতে, ছেলেটি একবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে—কাজেই আমাকে নিয়ে আসতে হোলো।"

সকলে এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরে ছি ছি, এমন গোল্লার দোরেও মানুষে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।"

সে কিন্তু একটুও দমিল না,—বলিল, "মানুষ ত বটে।"

দু একজন বলিল, "এতই যদি দয়া হয়ে থাকে ত কলকাতায় কোন অনাথ আশ্রমে খরচ দিয়ে রেখে এলেই ত হয়।"

সে বলিল, "কলকাতার অনাথ আশ্রমওয়ারা ফাঁক-তালে এতবড় পুণ্যিটা মেরে দেবে। তার চেয়ে নিজের বাড়ীটাকেই একটা ছোট খাট অনাথআশ্রম করে তুল্লেই ত সব দিক বজায় থেকে যায়; এতবড় দাঁওয়াটা সব সময় ত আর জোটে না ইত্যাদি ইত্যাদি।"

সকলে ছি ছি করিতে করিতে যে যার বাড়ী চলিয়া গেল।

কেহ কেহ আবার কথাটাকে আরও পাকাইয়া তুলিল। বলিল, "এর মধ্যে আরো অনেক ব্যাপার আছে হে, ছোঁড়াটার স্বভাব চরিত্র—বুঝলে কি না—।"

সনতের বাপ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ সব কি শুনছি তোমার নামে চন্দর।"

সে ঘাড় হেট করিয়া বলিল, "কেন, কি অন্যায়টা করেছি, বুঝিয়ে দিন।"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "সমাজ মেনে ত চলতে হবে বাবা।"

সে বলিল, "অবশ্যই। কিন্তু সমাজই যে নেই।"

চট্টোপাধ্যায় একটু হাসিয়া বলিলেন, "না থাকে, তৈরি কর!"

সে অম্লান বদনে বলিল, "তারি ত বনেদ খুঁড়ছি, জ্যাঠা মশাই।"

বিরক্ত হইয়া চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "তবে মরগে যাও বাপু—আমি কিছু জানি না।"

সে ধীরে ধীরে একটি নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

পাশে বসিয়াছিলেন, বাচস্পতি মশাই। তিনি পুরু কাঁচের চশমার ভিতর দিয়া মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "কার সঙ্গে কথা কইছেন চাটুর্য্যে মশাই—ওর পেটে কি এককড়া বিদ্যে আছে যে বুঝবে?"

পাড়ার সকলে মিলিয়া চন্দর ভট্টাচার্য্যকে একঘরে করিয়া দিল;—তার চাকরীটিও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

রেবতীর মা স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমিও ওকে একঘরে করলে না কি ?"

রেবতীর বাপ আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "না ক'রে আর কি করি।"

"কেন ?"

"তা না হলে আমাকে পর্য্যন্ত যে একঘরে করে দেবে।"

"তা ত হোলো। কিন্তু বেচারা এখন খাবে কি ?"

একটু চিন্তা করিয়া চাটুর্য্যে বলিলেন, "তা না হয় লুকিয়ে লুকিয়ে মাসে মাসে কিছু সাহায্য করা যাবে অখন।"

সনতের মা অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, "তোমরা তাকে চেন না বলেই ও কথা বল্‌ছ। সে না খেতে পেয়ে মরবে, তবু তোমাদের ভিক্ষে নিতে কোন দিন রাজি হবে না—এ আমি আগে থাক্‌তে বলে রাখছি।"

চাটুর্য্যে বলিল, "ঐ দম্ভই ত হয়েছে ওর কাল।"

সনতের মা বলিল, "আমার সনৎ যদি কোন দিন অমন দম্ভ করতে শেখে, তা হলে গাছতলায় গিয়ে বাস করতেও রাজি আছি।"

মাথা চুলকাইয়া চাটুর্য্যে বলিলেন—"ছেলে অবশ্য যে মন্দ তা নয়—তবে কি না—"

বাধা দিয়া সনতের মা বলিয়া উঠিলেন—"মন্দ নয়? অমন ছেলে কটা দেখেছ বল ত?"

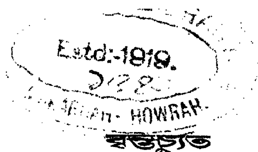
সেই দিন সন্ধ্যার সময় সনতের মা সনতের হাত ধরিয়া চন্দ্রকান্তের বাড়ীতে গিয়া উঠিল। এবং তাহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই, সনৎকে তার কোলের উপর বসাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার সনৎকে তোর হাতে সঁপে দিলুম চন্দর—তুই ওকে তোর মতন করে মানুষ করিস।"

চন্দ্রকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া সনতের মার পায়ের ধূলা লইল;—চোখ দুটো তার ছল্ ছল্ করিতেছিল।

এ কথা সে কথার পর সনতের মা বলিল, "সব ত বুঝলুম। কিন্তু তোর পেট চলবে কি করে?"

সে একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "ভগবানের রাজত্বে কে আর উপোষ করে আছে জ্যাঠাই মা।"

"কেন, তোর জ্যেঠাইমার অন্ন খেলে তোর মানটা কি কিছু খাটো হয়ে যায়?"



সে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

"উত্তর দিচ্ছিস না যে বড়!"

সে বলিল, "তুমিই সব বোঝ জ্যেঠাই-মা, তবে কেন—" তার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জলের ফোঁটাগুলো কোলের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল।

তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সনতের মা বলিলেন—"লক্ষ্মী ছেলে আমার—তোর জ্যেঠাই-মার মনে কষ্ট দিস্‌নে।"

পর দিন সকাল বেলা উঠিয়া, দাওয়ায় বসিয়া চন্দ্রকান্ত অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পুঁথি পড়িতেছিল, এমন সময় সনৎ তার উপক্রমণিকা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং হঠাৎ চন্দ্রকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, দশটাকার দুখানা নোট তার পায়ের কাছে নীরবে রাখিয়া দিল।

তাকে আদর করিয়া কাছে টানিয়া লইয়া চন্দ্র বলিল, "এ টাকা তোমাকে কে দিলে সনৎ?"

সে বলিল, "মা দিয়েছেন—আর বলেছেন, আজ থেকে আপনি আমাকে পড়াবেন।"

তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল, "তা তার জন্যে টাকার কি দরকার ভাই!"

সে বলিল, "মা বলে দিয়েছেন—আপনাকে ও টাকা নিতেই হবে।"

সে দিন চন্দ্রকান্ত সনৎকে অনেকক্ষণ ধরিয়া উপক্রমণিকা পড়াইল এবং পড়া শেষ হইয়া গেলে, নোট দুখানা তার হাতে দিয়া বলিল, "তুমি তোমার মাকে বোলো—চন্দর-দা বল্লে, টাকা নিয়ে নিজের ভাইকে পড়াতে সে পারে না।"

কিছুক্ষণ পরে সনতের মা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "জ্যেঠায়ের ভাত খেতে যার অপমান বোধ হয়, এমন দাদার কাছে পড়তে গেলে পয়সা দিয়ে পড়াই ভায়ের উচিত।"

চন্দ্রকান্ত ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল—একটি কথাও বলিল না।

৯

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শশিমুখী রান্নার যোগাড় করিতেছিল; এমন সময়ে সনৎ আসিয়া হাজির;—"সব ঠিক করে এসেছি। তাহলে কালই চলুন।"

পিঁড়েটাকে তার দিকে আগাইয়া দিয়া শশি বলিল, "কি ঠিক করলে শুনি।"

"দস্তুর মত পাকা বাড়ী নয়—ভাড়াও বেশি নয়—১৫ টাকা।"

"তা বেশ হয়েছে।"

"তা হলে কাল সকাল ১০টার গাড়ীতেই যাচ্ছেন?"

হাসিয়া শশি বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কেন?"

সনৎ বলিল, "না না, কালই যেতে হবে। মাকে আমি বলে এসেছি—সব ঠিক ঠাক করে রাখতে।"

শশব্যস্তে শশি বলিয়া উঠিল, "মাকে আবার খামকা কষ্ট দিতে গেলে কেন ভাই—এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু।"

সনৎ বলিল, "ঘরগুলো সব ছুঁইয়ে টুইয়ে রাখতে হবে ত।"

"ও কাজটা কি আমরা নিজেরাই গিয়ে করতে পারতুম না ?—তুমি বড্ড ছেলেমানুষ কিন্তু।"

কথাটা শশির আদবেই ভাল লাগে নাই। এই যে নিজের পরিচয় ভাঁড়াইয়া সমাজের ভিতর সে নীরবে সকলের চোখে ধূলা দিয়া ঢুকিয়া পড়িবার বন্দোবস্ত করিতেছে, ইহাই ত যথেষ্ট অত্যাচার। তার উপর আবার সনতের মার মতন একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণী যে তার জন্য এতটা ঝোক্কি পোয়াইতে যাইবেন, ইহা তাহার কাছে নেহাতই জুলুম বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া শশির মনের মধ্যে নানান ভাবনা আসিয়া জুটিতে লাগিল। যতদিন যাওয়াটা কেবল জল্পনা কল্পনার মধ্যেই ছিল, ততদিন তার চিন্তাটা বেশ সুখকর ছিল। কিন্তু আজ যখন সেটা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে,তখন তার মন ক্রমাগতই পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। ইহার মধ্যে যে এতখানি ভয়-ভাবনা, এতখানি দায়িত্ব থাকিতে পারে,—শশি তাহা পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই।

কি দুঃসাহসের কাজটাই আজ সে করিতে বসিয়াছে ! সনতের মা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষ নেই কেন ? তখন সে কি জবাব দিবে ? শশি ডাক দিল, "পেসন্নী, ও পেসন্নী,—ঘুমোলি না কি ?"

পাশের ঘর হইতে প্রসন্ন উত্তর দিল, "না, কেন ?"

"আয় না—দুটো কথা কই !"

সে আসিতেই শশি বলিল, "আচ্ছা পেসন্নী, তারা যখন জিজ্ঞেস করবে, সঙ্গে পুরুষমানুষ নেই কেন, তখন কি বলবো ?"

সে বলিল, "কেন সনৎ বাবুকে যে কথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছিলুম, সেই কথা বলবি ।"

"অতগুলো মিথ্যে কথা একসঙ্গে বলতে যে কেমন কেমন ঠেকে পেসন্নী ।"

হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া প্রসন্ন বলিল, "তোকে কোন কথা বলতে হবে না, আমি বলবো অথন ।"

"তা হলে দুগগা বলে বেরিয়ে পড়ি, কি বলিস ?"

প্রসন্ন বলিল, "তা বৈ কি ।"

পরদিন বেলা ৭টা হইতেই সনৎ আসিয়া তাগাদা

আরম্ভ করিল, এবং মহা উৎসাহের সহিত মোট-মাট সব বাঁধা-বাঁধি সুরু করিয়া দিল। তার পর সাড়ে আটটার সময় সে একটা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ডাকিয়া আনিল ; এবং চালের উপর মোট-মাট সব তুলিয়া দিয়া নিজে ভিতরে গিয়া বসিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল, শশি খড়খড়ির ভিতর দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরে সে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা সনৎ, তোমাদের গ্রামের সবাই যখন জিজ্ঞাসা করবে, 'এ কে ?' তখন তুমি কি বলবে ?"

সে বলিল, "বলবো, আমার দিদি !—হা হা।"

সে বলিল, "আমাকে দিদি বলে পরিচয় দিতে তোমার একটুও লজ্জা করবে না সনৎ ?"

সনৎ অবাক হইয়া তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। এই অদ্ভুত প্রশ্নের ভিতর সে প্রবেশ করিতেই পারিল না।

হঠাৎ কথাটাকে উল্টাইয়া লইয়া শশি বলিল, "হাজার হোক আমরা হচ্ছি কায়স্থ, আর তোমরা হচ্ছ ব্রাহ্মণ।"

সনৎ যেমন দম ছাড়িয়া বাঁচিল ;—সে বলিল, "তাতে

আর কি এসে গেল ; তাঁতী গিন্নীকেও ত আমি মাসী বলে ডাকি।"

শশি কোন উত্তর দিল না,—সে আবার পথের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শশি এবং প্রসন্নকে মেয়েদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, সনৎ চলিয়া গেলে পর, একটি আধবয়সী স্ত্রীলোক শশিকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা বাছা, ওটি বুঝি তোমার ভাই ?"

সে বলিল, "হুঁ।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "আহা দিব্যি ছেলেটি।"

তার পর ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

শশি বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার মনে হইতে লাগিল, ঐ যে গাছপালা, মাঠঘাট সব চলার বেগে পিছাইয়া পিছাইয়া পড়িতেছে—উহাদেরি সহিত তার অতীত জীবনটা সমস্ত হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ লইয়া কখন পিছাইয়া পড়িয়াছে। দূরে দাঁড়াইয়া একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত ভবিষ্যৎ তাকে ডাকিতেছে, "আয়—আয়।" মুখে তার যে হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা টিটকারির কি আনন্দের,—তা কে জানে !

বৃন্তচ্যুত

গাড়ী আসিয়া ষ্টেসনে পৌঁছিতেই সনৎ শশি এবং প্রসন্নকে নামাইয়া লইল, এবং প্ল্যাট ফর্ম্মের উপর বৃদ্ধ চাকর বদনকে দেখিয়া বলিল, "গাড়ী এনেছিস্ বদ্‌না ?"

সে বলিল, "হাঁ।"

সকলে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। বেলা তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে—চারিদিকে রৌদ্র একেবারে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মেটে পথের ধূলা উড়াইয়া গাড়ী চলিতে লাগিল।

শশির মুখের দিকে চাহিয়া সনৎ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আপনার কি কোন অসুখ করছে ?"

সে বলিল, "না, বিশেষ কিছু না ; মাথাটা একটু ধরেছে।"

১০

একটা একতালা ছোট বাড়ীর দরজার সুমুখে আসিয়া গাড়ী থামিল। শশি গাড়ী হইতে নামিতেই, সনতের মা আসিয়া তাহার হাত ধরিল ; বলিল, "এস মা, এস।"

শশি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। "জন্ম এইস্ত্রি হও মা।" বলিয়া সনতের মা তার চিবুক স্পর্শ করিলেন।

শশির বুকটা ছ্যাঁত্ করিয়া উঠিল।

এই সময় একটি ৭।৮ বছরের হৃষ্ট পুষ্ট ছেলে কোথা হইতে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া শশিকে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সনতের মা হাসিতে হাসিতে ডাকিলেন "পালালি কেন রে ভুলো—আয় না।" তার পর শশির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওর লজ্জা হয়েছে।"

শশি জিজ্ঞাসা করিল, "ওটি কাদের ছেলে মা ?"

সনতের মা বলিলেন, "সে অনেক কথা মা,—আমাদের পাড়ার চন্দর ওকে মানুষ করেছে।"

"কেন, ওর কি মা বাপ নেই?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সনতের মা বলিলেন, "চন্দর ওকে কাশী থেকে নিয়ে এসেছে—ও সেখানকার এক বেশ্যার ছেলে।"

শশির মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হঠাৎ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল—সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার হইয়া প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, "তা পাড়ার লোকে কিছু বলে না?"

"তা আবার বলে না, এরি জন্য চন্দরকে আমার এক-ঘরে করে দিয়েছে—।"

এমন সময় সনৎ কোথা হইতে পলাতক ভুলোকে জোর করিয়া টানিতে টানিতে সেইখানে আনিয়া হাজির করিল; এবং শশির দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল "আপনি ওকে ধরুন ত, খবরদার পালাতে দেবেন না। বড্ড ত ছেলে, ওর আবার লজ্জা!"

শশি এক নিমিষে ভুলোকে টানিয়া লইয়া বুকের মধ্যে প্রাণপণ শক্তিতে জড়াইয়া ধরিল। তার মনে হইতে লাগিল, এই যে এত কাণ্ড করিয়া এত দূরে সে আসিয়াছে,

সে কেবল এই মাতৃহারা অনাথ বালকটির আকুল আহ্বানে। বুকের মাঝখানটাতে সে এতক্ষণ কেবল অন্ধকারই দেখিতেছিল; হঠাৎ যেন তারি মধ্যে সে কোথা হইতে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তার সমস্ত চিত্ত যেন মরিতে মরিতে হঠাৎ বাঁচিয়া গেল।

অনেক রাত্রে সনতের মা চলিয়া গেলে, শশি প্রসন্নকে বলিল, "এমন মানুষ কখন দেখেছিস পেসন্নী।"

প্রসন্নী বলিল, "ওঁরা কি আর মানুষ শশি,—ওঁরা হচ্ছেন সাক্ষাৎ দেবতা।"

শশি বলিল, "আর যিনি ঐ ছেলেটিকে মানুষ করেছেন, তাঁর ছাতিটা কত বড় বল্ দেখি।"

সে বলিল, "সে কথা আর বলতে!"

পরদিন সকাল বেলা উঠিয়া শশি ভাঁড়ার ঘরে জিনিস পত্তর গোছ গাছ করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ দ্বারের পাশ হইতে উঁকি মারিয়াই ভুলো ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

শশি ডাকিল, "অ ভোলানাথ, পালালে কেন, এস না।"

সে ফিরিয়াও তাকাইল না। কিছুক্ষণ পরে সে আবার

আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

সে যেন বেশ একটা খেলা পাইয়া গিয়াছে।

শশি এমন ভাব প্রকাশ করিল, যেন সে এবার আর তাকে দেখিতেই পায় নাই। ভুলো অনেকক্ষণ এইভাবে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া, আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শশি তবুও সে দিকে চাহিল না। ভুলো এইবার আরো নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। শশি আর থাকিতে পারিল না; সে হাত বাড়াইয়া হঠাৎ তাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "এইবার কোথায় যাবে দুষ্টু ছেলে!"

তার বুকের মধ্যে ছট্ ফট্ করিতে করিতে ভুলো বলিল, "আঃ, ছেড়ে দাও না!"

সে তার মুখে চুমার উপর চুমা দিয়া অস্থির করিয়া তুলিয়া বলিল, "কেন ছাড়বো।"

"তা না হলে আর কখনো আসবো না।"

তাকে আরো দৃঢ়ভাবে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া শশি

বলিল, "না এসে কেমন থাক্‌তে পারো দেখি, দুষ্টু ছেলে।"

সে দিন ভুলোর সহিত শশির খুব আলাপ হইয়া গেল।

এ কথা সে কথার পর শশি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কে রেঁধে দেয় ভোলানাথ?"

সে বলিল, "কে আর রেঁধে দেবে, বাবা নিজেই রাঁধে।"

শশি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সংসারের কাজকর্ম্মও কি তোমার বাবা নিজেই করেন?"

ছোট্ট ঘাড়টি নাড়িয়া ভুলো বলিল, "বাবাও করে, আমিও করি।"

"কুটনো কোটা,—বাসন মাজা?"

সে বলিল, "হুঁ।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া শশি আবার বলিল, "তুমি পড়াশুনো কর না?"

সে বলিল, "বাড়ীতে বাবার কাছে পড়ি।"

তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ইস্কুলে যেতে আমার খুব ইচ্ছে করে।"

শশি দেখিল ভুলোর মুখখানি একেবারে এতটুকু

হইয়া গিয়াছে। তাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া শশি বলিল, "ভারি ত ইস্কুল! তুমি বড় হয়ে কলকাতায় গিয়ে বড় বড় ইস্কুলে পড়বে অখন।"

ভীত-হরিণ শিশুর মত শশির মুখের পানে তাকাইয়া ভুলো বলিল, "সেখানকার ছেলেরা আমার সঙ্গে কথা কইবে?"

তার গালে নিবিড় ভাবে চুমা খাইয়া শশি বলিল, "কইবে বৈকি ধন্ আমার।"

"এখানকার ছেলেরা ত কয় না।" বলিয়া ভুলো চুপ করিল; তার চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া আসিল।

বৈকালের দিকে সনৎ আসিয়া বলিল, "কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত শশিদিদি।"

সে বলিল, "তোমরা থাকতে আমার অসুবিধে হবার যো কি ভাই।"

কথাটাকে আর অধিক দূর গড়াইতে না দিয়া সনৎ বলিয়া উঠিল, "আজ ভুলো আসে নি?"

"এসেছিল বৈ কি, এই ত খানিকক্ষণ হোলো উঠে গেল।"

একটা ভাঙ্গা টুলের উপর বসিয়া পড়িয়া সনৎ বলিল,

"চন্দর দাদাকে কাল ও জিজ্ঞাসা করছিল, আপনাকে কি ব'লে ও ডাকবে। তা চন্দরদা বল্লেন—তোর মা নেই—তুই মা বলেই ডাকিস।"

শশির বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কথাটাকে চাপা দিবার জন্য সে বলিয়া উঠিল, "মা আজ কখন আসবেন সনৎ?"

সে বলিল, "বোধ হয় সন্ধ্যার সময়।" তার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ওঃ, মা যা আপনার সুখ্যাতি করছে!"

শশি বলিল, "উনি কার না সুখ্যাতি করেন!"

সনৎ বলিল, "তা বলে অত সুখ্যাতি কারুর করে না।"

নেহাৎ যেন ব্যাজার হইয়া শশি বলিল, "কি বল্লেন শুনি।"

"বল্লেন, অমন মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না—দেখো শশিদিদি গুমরে যেন দম আটকে না যায়।"

সলজ্জ ভাবে শশি বলিল, "আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে।"

হাসিতে হাসিতে বলিল, "মা ত তবু আলাপ করে দেখেছে—চন্দর-দা আবার না দেখেই—।"

বাধা দিয়া শশি বলিয়া উঠিল, "যাও, তোমাকে আর পাগলামী করতে হবে না।"

সনৎ বলিল, "সত্যি বলছি শশিদিদি।"

শশি বলিল, হ্যাঁ, তাঁর ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই আমার সুখ্যাতি করতে যাবেন।"

সনৎ বলিল, "না বিশ্বাস কর আর কি বলব!"

শশি বলিল, "চেনা নেই শোনা নেই, অমনি শুধু শুধু কেউ কারুর সুখ্যাতি করে না কি?"

সনৎ বলিল, "এই ত আপনি চন্দর-দাকে কখন দেখেন নি—কেউ যদি আপনাকে তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি সুখ্যাতি করবেন না?"

শশি চুপ করিয়া রহিল।

সনৎ আবার বলিল, "মার মুখে ভুলোর সমস্ত পরিচয় পেয়েও আপনি কাল যে ভাবে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, সে কথা যে শুনবে, সেইযে সুখ্যাতি করবে।"

শশি বলিল, "এর মধ্যে সুখ্যাতিটার কি পেলে ভাই?"

গম্ভীর হইয়া গিয়া সনৎ বলিল, "এই যে এতবড়

গ্রামটা,—এর মধ্যে কত স্ত্রীলোক ত রয়েছে। কৈ, কেউ ত অমন করে ভুলোকে বুকে তুলে নিতে পারলে না শশিদিদি।"

তারপর একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "চন্দর-দা বল্লে, আপনার মতন স্ত্রীলোক যদি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে থাকতো, তা হলে বাঙ্গালা দেশ ৫০০ বছর একলাফে এগিয়ে যেতে পারতো।"

কথাটা শেষ করিয়া সনৎ আরও গম্ভীর হইয়া গেল। এই ৫০০ বৎসরটা অন্য কোন উপায়ে লাফাইয়া যাওয়া যায় কি না, সে বোধ হয় সেই চিন্তাই করিতেছিল।

হঠাৎ শশি বলিয়া উঠিল, "তুমি তোমার চন্দর-দাদাকে বোলো সনৎ; তাঁর মতন লোক আমাদের সুখ্যাতি করলে, আমাদের অপরাধী করা হয়।"

সনৎ অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল, "হু।"

সে দিন রাত্রে শয্যায় শুইয়া অনেক রাত্তি পর্য্যন্ত শশির চোখে ঘুম আসিল না; তার মনের মধ্যে ক্রমাগতই একটা কথা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে।

১১

পরদিন বৈকাল বেলা শশি গা ধুইয়া ঘাট হইতে ফিরিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে ভুলো আসিয়া তার আঁচলের খুঁট ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিয়া উঠিল, "আমার বাবাকে তুমি দেখ নি ; ঐ আমার বাবা আসছে।"

ঘোমটাটাকে নাকের ডগা পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া শশি বলিল, "ছি ভুলো, অমন করতে নেই।"

চন্দ্রকান্ত সত্যই সেই দিকে আসিতেছিল। সেদিকে বারেক মাত্র চাহিয়াই শশি জড়সড় ভাবে পথের এক পাশ ঘেঁসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল ; এবং চন্দ্রকান্ত যখন তার সুমুখ দিয়া হন হন্ করিয়া চলিয়া গেল, তখন ঘোমটার আড়াল হইতে চকিতের মত তার মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া শশি প্রসন্নকে বলিল, "তুই ভুলোর বাবাকে কখন দেখেছিস পেসন্নী।"

উনানে আগুন ধরাইতে ধরাইতে প্রসন্ন বলিল, "কেন দেখব না!"

"কেমন চেহারা বল দেখি—সুপুরুষ নয়?"

তার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া প্রসন্ন বলিল, "সুপুরুষ?"

শশি বলিল, "তবে সুপুরুষ আবার কাকে বলে তা ত জানি না।"

উনানে বাতাস দিতে দিতে প্রসন্ন বলিল, "হ্যাঁ, সুপুরুষ, যদি বল ত সনৎ বাবুর বড়ভাই। যেমন রং, তেমনি মুখ, তেমনি—"

বাধা দিয়া শশি বলিয়া উঠিল, "তা হতে পারে—কিন্তু ভুলোর বাপই বা কম কি?"

"না বাপু, সুপুরুষ ওকে বলতে পারি না। কেবল রংটাই যা ফর্‌সা, তা না হলে লম্বা, রোগা,—ঠিক যেন বগের মতন।"

বিরক্ত হইয়া শশি বলিয়া উঠিল, "চেহারা ত তুই সবই বুঝিস্! অমন মুখ কখন দেখেছিস?"

সে বলিল, "কি জানি বাপু, আমার ত একটুও ভালো লাগে না।"

শশি আবার বলিল, "চোখ দুটি কেমন বল দেখি!"

উনুন ধরান শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রসন্ন বলিল, "শুধু চোখ দুটো ভাল হলেই বুঝি হোলো।"

"তুই বুঝবি নে পেসন্ন!" বলিয়া শশি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

১২

সনতের বাপ নীরদ চাটুয্যে আহার করিতে করিতে বলিলেন, "হ্যাঁ গা, সে মেয়েটির সঙ্গে না কি কোন পুরুষ মানুষ নেই—এ আবার কোন দেশী কাণ্ড!"

পাখা দিয়া মশা তাড়াইতে তাড়াইতে সনতের মা বলিল, "তার আর হয়েছেটা কি শুনি!"

"না, হবে আর এমন কি। তবে কি না, পাড়ার লোকে ঐ কথা নিয়ে বড্ড বেশী ঘোঁট পাকাচ্ছে কি না—"

বাধা দিয়া সনতের মা বলিয়া উঠিলেন, "তারা কি বলে শুনি।"

"বলে, সঙ্গে পুরুষ মানুষ নেই—বয়সও কাঁচা—এই আর কি।"

"তা তাতে করে দোষটা কি হয়েছে শুনি!"

"দোষ গুণের কথা ত আমি কিছু বলিনি; আমি কেবল জানতে চাই, তুমি এর কারণ জান কি?"

"কিসের কারণ শুনি ?"

"এই একলা থাকার ?"

"তা জানব না কেন !"

"তা সেইটি বল্লেই ত চুকে যায়। আসল কথা, তা হলে ওদের সঙ্গে একটু লড়তে পারি—বুঝলে কি না।"

অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিয়া সনতের মা বলিল, "তারা আবার মানুষ—তাদের সঙ্গে আবার লড়তে যাবে।"

"আহা, তাদের সঙ্গে না হয় নাই লড়লুম—তবু নিজের শুনতেও ত ইচ্ছে হতে পারে গো।"

সনতের মা বলিল, "না না, ঠাট্টা নয়,—বেচারার কি কষ্ট বল দেখি ; দশ বছর বয়সে বিয়ে হয় ; তার পর তিন মাস না যেতেই স্বামী কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, আজ পর্য্যন্ত তার আর কোন খোঁজ খবরই পাওয়া গেল না।"

"বটে—তার পর ?"

"তার পর মেয়েটি বাপের বাড়ীতেই থেকে গেল। কিন্তু এমনি কপাল যে, বছর না ঘুরতেই বেচারার বাপ মা দুজনেই মারা গেল।"

বৃন্তচ্যুত

দুধের বাটিটার মধ্যে একমুঠো ভাত ফেলিয়া দিয়া সনতের বাপ বলিলেন, "ভারি কষ্ট ত! মেয়েটির ভাই-টাই কেউ ছিল না বুঝি?"

"না, বাপের ঐ একটি মাত্র মেয়ে।"

"তার পর?"

"তার পর পেসন্ন বলে যে ঝিটি ওর সঙ্গে এসেছে না—ওই ওকে দেখাশুনা করতে থাকে; শশিকে ও ছেলে বেলা থেকে মানুষ করেছিল।"

একটা ঢেঁকুর তুলিয়া সনতের বাপ বলিলেন, "বটে! বেশ মানুষ ত!"

সনতের মা বলিলেন, "শশিকে ও পেটের সন্তানের চেয়েও ভালবাসে।"

"তাই ত দেখছি—তার পর?"

"তার পর এমনি করে বছর আষ্টেক কেটে যায়। তার পর হঠাৎ একদিন গ্রামের জমিদারের পাপ নজর মেয়েটির উপর পড়ে।"

"তাইতেই বুঝি দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে?"

সনতের মা বলিলেন, "হুঁ।"

"তা সনতের সঙ্গে ভাব হোলো কি করে !"

"সনৎ যে মেসে থাকে, মেয়েটি তারি সুমুখের বাড়ীতে ভাড়া থাকতো ; তাইতেই আলাপ।"

আর একটা ঢেঁকুর তুলিয়া চাটুয্যে বলিলেন, "তা এ ত বেশ ভাল কাজই করেছ তোমরা, এতে আর হয়েছে কি। আমি কি ছাই এত কথা জানতুম !"

এই যে সব কথা সনতের মা স্বামীর নিকট বলিলেন, এ সমস্তই তিনি প্রসন্নর নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন। শশিকে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তিনি করেন নি—তাঁর ভয়, পাছে সে মনে কোনরূপ ব্যথা পায়।

সেদিন দুপুর বেলায় মেঝের উপর একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়া শশি ভোলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিল, "তোর বাপ তোকে খুব ভালবাসে, নয় রে ভোলা।"

সে ছোট্ট ঘাড়টিকে নাড়িয়া বলিল, "খুব।"

শশি বলিল, "আমিও তোকে খুব ভালবাসি ভোলা !"

সে বলিল, "তা জানি।"

"কি করে জানলি রে পাগলা !"

সে বলিল, "বাবা যে বল্লে।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শশি বলিয়া উঠিল "তোর বাবা কি করে জানলে রে ?"

হাত মুখ নাড়িয়া ভোলা বলিল, "বা রে, আমি যে বাবার কাছে তোমার কথা বলেছি।"

"কি বলেছিস্ তুই শুনি !"

ভোলা বলিল, "বলেছি যে তুমি আমাকে কত আদর কর, কত চুমু খাও।"

"তা শুনে তোর বাপ কি বল্লে।"

"বাবা বল্লে যে, তুমি আমাকে খুব ভালবাস।"

"আর কিছু বল্লেন না ?"

"আর বল্লে, তুইও তাকে খুব ভালবাসিস্, ভোলা।"

শশি বলিল, "আর কিছু বল্লেন ?"

সে কথার উত্তর না দিয়া ভোলা বলিয়া উঠিল, "ও পাড়ায় কেমন বারোয়ারি হচ্ছে, দেখ নি ত !"

সে কথা কাণে না তুলিয়াই শশি বলিল, "আর কি বল্লেন, বল্ না ?"

বিরক্ত হইয়া ভোলা বলিল, "জানি না !"

হঠাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শশি বলিল, "খুব ধুম হয়েছে বুঝি রে!"

ভোলা হাত মুখ নাড়িয়া আরম্ভ করিল, "কলকাতা থেকে কেমন আলো এসেছে।" তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কলকাতায় খুব আলো আছে, না মা?"

শশি বলিল, "তুই কলকাতায় যাবি?"

সে বলিল, "তুমি যখন কলকাতায় যাবে, আমাকে নিয়ে যেও না!"

"তোর বাবা ছাড়বে কেন?"

সে বলিল, "তুমি নিয়ে গেলে কিছু বলবে না।"

শশি বলিল, "অন্য কেউ নিয়ে গেলে বুঝি ছাড়বেন না।"

সে বলিল, "তা কি ছাড়ে?"

"তবে আমার সঙ্গেই বা ছাড়বেন কেন?"

ভোলা বলিল, "তুমি যে লক্ষ্মী মেয়ে।"

ভোলাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া শশি বলিল, "আমি যে লক্ষ্মী মেয়ে, এ কথা তোকে কে বল্লে রে?"

সে বলিল, "বাবা বল্লে, সনৎকাকা বল্লে, দিদিমা বল্লে, সক্কলে বল্লে।"

শশি বলিল, "তোর বাবার দায় পড়েছে আমাকে লক্ষ্মী বলতে।"

ভোলা বলিল, "না ত না।"

শশি বলিল, "তোর বাবা কি বলেছে, বল্ ত রে দুষ্টু।"

"বল্লুম ত লক্ষ্মী মেয়ে বলেছে—আবার কতবার করে বলব!"

১৩

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শশি রাস্তার ধারের জানালাটার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। চারিদিক নীরব নির্জ্জন। আসন্ন সন্ধ্যার অবসাদটুকু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—সমস্তই যেন ম্রিয়মাণ। প্রসন্ন আসিয়া বলিল, "আজ আর রান্না চড়াতে হবে না বুঝি ?"

সে বলিল, "আমার আজ আর ক্ষিদে নেই ; তোকে পয়সা দিচ্ছি, তুই কিছু কিনে খেগে যা।"

প্রসন্ন বলিল, "আমার অত পেটের জ্বালা ধরে নি ত।"

শশি বলিল, "সত্যি বল্‌ছি আমার ক্ষিদে নেই।"

প্রসন্ন বলিল, "এখন না ক্ষিদে থাকে, রাত্তিরে ত পাবে।"

"না, তাও পাবে না ;—তুই আমার কথা শোন্, পয়সা নিয়ে—"

"আমার পেটে রাক্যস্ ঢোকে নি ত !"

শশি বলিল, "আমি কি মিথ্যে কথা বল্‌ছি, সত্যি আমার খেতে ইচ্ছে কর্‌ছে না।"

"কেন, কি হ'য়েছে যে খেতে ইচ্ছে কর্‌ছে না, শুনি ? মেয়ে দিন দিন যেন এক রকম হচ্ছেন ; না আছে খাওয়া, না আছে পরা, কেন রে বাপু !"

কি ভাবিয়া শশি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, উনুনে আগুন দিগে যা—আমি যাচ্ছি।"

প্রসন্ন বলিল, "রাঁধতে ইচ্ছে না করে, চিঁড়ে, দই কিনে নিয়ে আস্‌ছি, ফলার করবি অখন।"

সে বলিল, "সেই ভালো—আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।"

এই সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "ভুলো আছিস্, ভুলো !"

শশি বলিল, "কে ডাকে দেখ দেখি।"

ফিরিয়া আসিয়া প্রসন্ন বলিল, "ভুলোর বাপ ভুলোকে খুঁজতে এসেছে—সে না কি খেয়ে দেয়ে সেই যে বেরিয়েছে —এখন পর্য্যন্ত ঘরে ফেরে নি।"

ব্যস্তভাবে শশি বলিল, "তুই কি বল্লি ?"

"বল্লুম, সে ত কৈ এখানে আসে নি !"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া শশি বলিল, "তিনি কি চলে গেছেন ?"

"না, জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন, তোকে কিছু বলে গেছে কি না।"

"কৈ কিছুই ত বলে যায় নি সে—তবে সে গেল কোথায় ?" বলিতে বলিতে শশি প্রসন্নর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দরজার কাছ অবধি আসিয়া হঠাৎ এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল এবং আড়াল হইতে প্রসন্নকে বলিল, "বল্, সে ত আজ এখানে আসেই নি।"

প্রসন্ন তাহাই বলিল।

চিন্তিতভাবে চন্দ্রকান্ত বলিল, "তাই ত, তবে সে গেল কোথায় ?—দেখি, যদি বারোয়ারিতলায় থাকে ; আজ যাত্রা বসেছে বটে—সেইখানেই হয় ত জমে গেছে !"

চন্দ্রকান্ত চলিয়া যাইতেছিল, প্রসন্নকে ডাকিয়া শশি বলিল, "তাকে পেলে আমাকে যেন খবর দেওয়া হয়।"

চন্দ্রকান্ত কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিল—প্রসন্ন ডাকিয়া বলিল, "শশি বলছে, পেলে যেন আমাদের খবর দেওয়া হয়।"

দূর হইতে চেঁচাইয়া সে বলিল, "নিশ্চয়ই খবর দেবো ; ভুলো ত আর আমার একলার নয়।"

শশি আবার আসিয়া জানালার ধারে বসিল। চারিদিকে তখন সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু সে সকল ছাপাইয়া একটি কথা তার কাণের মধ্যে ক্রমাগত আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল, 'ভুলো ত আর আমার একলার নয়।' নয়ই ত!—সে যে তা'দের দুজনের ; আর ঐখানেই যে তাদের যোগসূত্র। শশি হঠাৎ জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে লাফাইতে লাফাইতে ভোলা আসিয়া ডাকিল, "মা!"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শশি বলিয়া উঠিল, "ঘরে আয় রে ভোলা।"

ভোলাকে শয্যার উপর নিজের কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া শশি বলিল, "সারাদিন কোথায় ছিলি রে দুষ্টু!"

সে বলিল, "ও পারে মেলা দেখতে গেছ্‌লুম।"

"তা, বলে গেলেই ত হোতো। তোর বাপ আর আমি এদিকে ভেবে মরি—আচ্ছা পাজি ছেলে ত তুই।"

ভোলা হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল; যেন কি বাহাদুরীটাই সে করিয়া ফেলিয়াছে।

শশি বলিল, "তোর বাপ বুঝি তোকে পাঠিয়ে দিলে।"

সে বলিল, "হুঁ।"

"কি বল্লেন?"

"বল্লে, তোর মা ভাবছে—যা; গিয়ে একবার দেখা দিয়ে আয়।" কথাটা শেষ করিয়াই সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তুমি আমাদের বাড়ীতে গিয়ে থাক না কেন? তা হলে বেশ হয়।"

একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া শশি বলিল, "তোর বাপ থাকতে দেবে কেন?"

"ইস্, দেবে না! আমি বল্লে এক্ষুনি দেবে।"

শশি বলিল, "তা বলে যেন সত্যি সত্যি ও কথা বলিস্ নে—আমি তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছিলুম।"

ভোলা বলিল, "না, বলবে না!—নিশ্চয়ই বলবো।"

শশি বলিল, "লক্ষ্মী ছেলে আমার, বলিস্ নে—ও কথা বলতে নেই।"

সে বলিল, "তবে তুমি আমাদের বাড়ী চল।"

শশি বলিল, "তা কি হয় রে পাগল ?"

সে বলিল, "খুব হয়।" তার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি তোমার কাছে আজ শোবো মা !"

শশি বলিল, "বেশ ত—কিন্তু তোর বাপকে বলে আয়।"

কথাটা শেষ না হইতেই ভুলো হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

শশি বলিল, "এখানে এসে খাবি বুঝলি—খবরদার খেয়ে আসিস নে যেন।"

"আচ্ছা" বলিয়া সে হঠাৎ দৌড় দিল।

প্রসন্নকে ডাকিয়া শশি বলিল, "উনুনে আগুন দে পেসন্নী।"

সে বলিল, "এই না ক্ষিদে ছিল না তোর।"

সে বলিল, "ছেলেটাকে খেতে দিতে হবে ত !"

রাত্রে শয্যায় শুইয়া ভোলা বলিল, "আজ যা মজা, হয়েছে মা।"

"কি মজা হয়েছে রে ?"

"ওপারের বাবুরা আছে না—তাদের সঙ্গে খুব ভাব করে এসেছি।"

তার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে শশি বলিল, "তা মন্দ নয়—সমবয়সী বন্ধু বটে,—তা কি ভাবটা হোলো। শুনি? তারা বুঝি তোকে দেখেই বল্লে, ভোলানাথ বাবু, আপনার সঙ্গে আমরা ভাব করবো।"

"তা কেন বলতে যাবে।"

"তবে?"

"আমিও মেলা দেখ্‌তে গেছি, তারাও মেলা দেখ্‌তে এসেছিল—চক্রবর্ত্তী মশাই ত ভাব করে দিলে।"

হাসিয়া শশি বলিল, "কি বল্লে? যে, ইনিই শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য?"

ভারি বিরক্ত হইয়া ভোলা বলিল, "কি বল্লে তা কি আর শুনেছি—তারা সব আস্তে আস্তে কথা কইছিল।"

তার গালে একটা চুমা খাইয়া শশি বলিল, "তার পর?"

"তার পর বাবুরা সব আমার সঙ্গে কত কথাই কইলে।"

"কি বল্লে?"

"বল্লে তোমার বাবা কেমন আছে—তোমার নতুন-মা তোমাকে ভালবাসে?"

বাধা দিয়া শশি বলিয়া উঠিল, "খবরদার ভোলা, মিথ্যে কথা বলিস্ নে।"

রাগিয়া ভোলা বলিল, "আমি অমন মিথ্যে কথা বলি না—বাবা আমাকে বলে দিয়েছে, ক'ক্ষণ মিথ্যে কথা বলতে নেই।"

অপ্রস্তুতে পড়িয়া গিয়া শশি বলিল, "তারা আর কি বল্লে ?"

"বল্লে তোমার বাবা কি তোমার মার সঙ্গে কথা কয় ?"

"তুই কি বল্লি ?"

আমি বল্লুম, "না।"

আশ্চর্য্য হইয়া শশি জিজ্ঞাসা করিল, "তারা আর কি জিজ্ঞাসা করলে ?"

"বল্লে, রাত্তিরে কোন দিন তোমার বাবা তোমার সঙ্গে তোমার মার বাড়ী বেড়াতে যায়।"

বাধা দিয়া শশি বলিয়া উঠিল, "ওদের সঙ্গে আর কখনও কথা কস্‌নে ভোলা।"

সে অবাক্ হইয়া বলিল, "তারা খুব ভাল লোক মা, একটুও বকলে না!"

অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া শশি বলিল, "নাই বকুক, তবু কথা কস্‌নে—আমি বারণ করছি—ওরা ভাল লোক নয়, বুঝলি ?"

সে বলিল, "আমাকে খুব আদর—"

"তা হোক্ গে—যা বলছি তাই শোন্—বুঝলি ?"

সে বলিল, "আচ্ছা।"

১৪

পরদিন সন্ধ্যার সময় সনতের মা আসিয়া বলিলেন, "কাল বড় বৌমাকে সাধ দেবো, তোমার যাওয়া চাই।"

সে বলিল, "যাবো বৈ কি মা।"

"যাবো বৈ কি নয়—সকাল থেকে গিয়ে কর‍্তে-কম্মাতে হবে, শুধু নেমন্তন্ন রাখতে গেলে চলবে না।"

যাইবার সময় সনতের মা আবার বলিয়া গেলেন, "নিশ্চয়ই যেও—আমি কাল সকালেই পাল্কী পাঠিয়ে দেবো অখন।"

সে বলিল, "না—না, আমি হেঁটেই যাবো অখন, এইটুকু পথ বৈ ত নয়।"

পরদিন সকাল বেলা ভোলা আসিয়া বলিল, "তুমি নেমন্তন্ন খেতে যাবে না মা?"

সে বলিল, "যাবো বৈ কি, তুই যাবি নে ভোলা?"

মুখখানা ভার করিয়া ভোলা বলিল, "আমাদের যেতে বল্লে ত যাবো।"

শশির চমক ভাঙ্গিল।—ভোলা এবং ভোলার বাপকে সমাজ যে একঘরে করিয়া দিয়াছে, তাহা সে জানিত। কিন্তু সনৎদের বাড়ীতেও যে তাদের সামাজিকতার দাবী এমন ভাবে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিত না।

ভোলার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে শশি বলিল, "না নেমন্তন্ন করলে ত বড় বয়েই গেল; আমরা তিনজনে না হয় ঘরের ভাতই বেশী করে খাবো, কি বলিস্ ভোলা!"

ভোলা বলিল, "তোমাকে ত নেমন্তন্ন করেছে মা?"

শশি বলিল, "তোমাদের যখন নেমন্তন্ন হয় নি, তখন ও-নেমন্তন্নয় আমি কি যেতে পারি রে পাগলা।"

তার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "সনৎ কি কলকাতা থেকে আসে নি রে ভোলা!"

ভোলা বলিল, "কাল থেকে সনৎদা'র পরীক্ষা বসেছে, তাই আসতে পারে নি।"

"সে তা হলে এখন দু'চার দিন আর আসছে না বল্!"

ভোলা বলিল, "সেই আর সোমবারে পরীক্ষা শেষ হবে—তার পর আস্‌বে।"

সনতের মার নিকট হইতে ঝি আসিয়া যখন বলিল, "কৈ গো দিদিমণি, যাবে না ?"

সে বলিল, "না বাছা, যেতে পারলুম না।—মাকে বুঝিয়ে বোলো শরীরটা ভাল নেই—কিছু যেন মনে না করেন।"

তার পর কি ভাবিয়া বলিল, "না—না, কিছু বল্‌তে হবে না—আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

দোয়াত কলম লইয়া অনেক ভাবিয়া শশি শেষকালে লিখিল ;—

পরমপূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণকমলেষু—

মা যেতে পারলুম না—ক্ষমা করবেন। ভুলো মুখখানি চুণ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আমি আমোদ ক'রে নেমন্তন্ন খেতে যাবো, সেটা যেন কেমন কেমন ঠেকে। আপনার পায়ে পড়ি, কিছু মনে করবেন না। আপনি ত সবই বোঝেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পরে ঝি ফিরিয়া আসিয়া শশির হাতে একখানা পত্র দিল :—

পরম-কল্যাণীয়া

মা, তুমি এলে যত না খুসী হতুম, তার চেয়ে তোমার পত্র পেয়ে ঢের বেশী খুসী হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি, এমনি মন নিয়েই যেন সারা জীবনটা কাটিয়ে যেতে পার। আর কি লিখবো মা। আশীর্ব্বাদ জেনো— ইতি।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া একটা কথা বারবার করিয়া শশির মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—ভুলো নিশ্চয়ই তার বাপের নিকট তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না যাওয়ার কথাটা ইতিমধ্যেই প্রচার করিয়া দিয়াছে।—কিন্তু তাতে তার কি ?

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শশি ঘাট হইতে গা ধুইয়া ফিরিতে-ছিল, এমন সময় পথে একটি লোক তাকে শুনাইয়া শুনাইয়া এমন সব রসিকতা আরম্ভ করিল, যা শুনিয়া তার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল।

পরদিন আবার সেই রসিকতা।

এইরূপে প্রত্যহই সে নীরবে এই অপমান সহ্য করিয়া যাইতে লাগিল—কিন্তু কোন কথা বলিল না।

একদিন রসিকতার মাত্রাটা এমনই অসম্ভম রকম চড়িয়া উঠিল যে, শশি আর থাকিতে পারিল না। বাড়ী আসিয়াই সে ডাকিল, "পেসন্নী।"

প্রসন্ন আসিতেই সে বলিল, "দেখ্ পেসন্নী, একটা লোক আজ ক'দিন থেকে বড় জ্বালাতন করছে, কি করি বল দেখি।"

সকল কথা শুনিয়া প্রসন্ন বলিল, "একদিন দেখিয়ে দিতে পারিস!—বাবুর চোদ্দ পুরুষের নাম ভুলিয়ে দিয়ে আসি।"

শশি বলিল, "না—না, ওসবে কাজ নেই; মাকে জানাবো, তিনি যা ভালো বোঝেন করবেন।"

এই সময় হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে ভোলা আসিয়া বলিয়া উঠিল, "মা মা, শিগ্গির এক বার এদিকে এসো।"

শশি বলিল, "কি হয়েছে তাই বল্ না।"

সে বলিল, "এসই না—একটা মজা দেখবে।"

"কি দেখবো বল্ না ছাই।"

সে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "সেদিন ওপারের যে

বাবুর কথা বলছিলুম না,—সে আমাদের বাড়ীর কাছে ঘুরছে—দেখবে এস না।”

কোন কথা বুঝিতে শশির বাকি রহিল না। সে অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল —“চুলোয় যাক্‌গে তোর বাবু।”

রাত্রে সনতের মা আসিতেই শশি বলিল, “আজ ক’দিন থেকে একটা লোক বড্ড জ্বালাতন করছে—তার জ্বালায় ঘাটে যাবার যো নেই—এমন সব বিশ্রী কথা—”

“কে আমাকে দেখাতে পার মা ?”

“ভুলো বলছিল,—ওপারের জমিদার না কে।”

“ওপারের জমিদার ?—তা আশ্চর্য্য নেই,—সে ঐ ধরণের লোকই বটে। বাপ যেমন ভাল লোক ছিল—ছোঁড়াটা তেমনি হাড়হাবাতে হয়ে উঠেছে। যাক্‌, আমি রতনাকে বল দিচ্ছি, কাল যেখানে হোক এক জায়গায় লুকিয়ে থাকবে অখন ; যাঁহাতক তোমার সঙ্গে কথা কইতে আসবে অমনি বেশ দু’চার ঘা দিয়ে যেন ছেড়ে দেয়।”

শশি বলিল, “দরকার কি ঝগড়া-ঝাঁটিতে মা,—কাল থেকে একলা ঘাটে না গেলেই হোলো।”

সনতের মা বলিলেন, “তোমরা এদের চেন না মা, তাই

ওকথা বলছ। এদের সঙ্গে ভালো মানুষী করেছ কি মাথায় চড়ে বসেছে। আজ সুধু রসিকতা করেছে, কাল আরো কিছু করে বসবে।”

পরদিন সন্ধ্যার সময় শশি ঘাট হইতে ফিরিতেছিল, এমন সময় পথের মাঝখানে সেই অপরিচিত বাবুটি এদিক ওদিক চহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “বলি হ্যাঁ গা, চন্দর গাঙ্গুলী ছাড়া কি আর এ মুল্লুকে দোসরা পুরুষ নেই—আমার কি———”

কথাটা শেষ না হইতেই পশ্চাৎ দিক হইতে কে আসিয়া তার ঘাড় ধরিয়া সজোরে দু’তিনটা ঝাঁকুনি মারিয়া অতি কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “জমিদার আছেন—নিজের ঘরে আছেন,—এখানে ওসব চালাকী খাটবে না।—ফের যদি কোন দিন এদিকে দেখি, ত মাথার খুলিটা গুঁড়ো করে তবে ছাড়বো।”

১৫

পরদিন হরিশ গাঙ্গুলী তামাক খাইতে খাইতে বলিয়া উঠিল, "শুনেছ মুখুয্যে, কাল কি ব্যাপার হয়ে গেছে ?"

মুখুয্যে বলিল, "শুনছিলুম বটে, ওপারের সতীশ রায় না কি কাল খুব অপমান হয়ে গেছে।"

ভট্টাচার্য্য তার হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল, "এমন কত দেখতে হবে, কত শুনতে হবে—হয়েছে কি !"

মুখুয্যে বলিল, "আসল ব্যাপার খানা কি বলুন ত !"

ভট্টাচার্য্য বলিল, "ব্যাপার কি জান হে, সতীশ রায় রোজ রাত্তিরেই ছুঁড়িটার কাছে আসে—সে দিন এখন কি করে রত্না দেখ্তে পায়। ছুঁড়িটা কি কম ধড়িবাজ—কেমন একচাল চেলে নিলে বল দেখি ! যেন কিছুই জানে না। লোকে ভাবলে, না জানি কি সতীলক্ষ্মী। মাঝে থেকে সতীশ রায় বেচারা রত্নার হাতে মার খেয়ে মলো।"

মুখুয্যে গালে হাত দিয়া বলিল, "অবাক্ করলে দেখছি—এদের অসাধ্য কাজ নেই বলুন।"

একটু হাসিয়া ভট্টাচার্য্য বলিল, "তোমরা আজ চিনলে হে,—আমি গোড়া থেকেই বলে আসছি—এর মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে—তোমরা তখন আমার কথা শোন নি—এখন বিশ্বাস হচ্ছে ত!"

"কি করে বুঝবো বলুন—আমরা নিজেরা যেমন সাদা-সিদে লোক—দুনিয়াটাকেও তেমনি মনে করি কি না!"

হাসিয়া এবং ঘাড় নাড়িয়া ভট্টাচার্য্য বলিল, "তোমরা দেখলেই বা কি আর শুনলেই বা কি! অভিজ্ঞতা চাই হে—সংসারের অভিজ্ঞতা চাই।"

কথাটা শেষ হইতে না হইতেই চক্রবর্ত্তী আসিয়া বলিয়া উঠিল, "শুনেছেন ভট্টাচার্য্যি মশাই—কাল কি হয়ে গেছে।"

একটু হাসিয়া ভট্টাচার্য্য বলিল, "শুনতে যাবো কেন হে, নিজের চক্ষে দেখেছি।"

চক্রবর্ত্তী ভাবিয়া আসিয়াছিল, স্বচক্ষে দেখার বাহাদুরিটা সে নিজেই লইবে—ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া সে ভয়ানক দমিয়া পড়িল।

তার পর বোস্, ঘোষ, মিত্তির একে একে সব আসিয়া জুটিতে লাগিল এবং কথাটাকে লইয়া কচলাইতে কচলাইতে একেবারে তিক্ত করিয়া ফেলিল।

বসু বলিল, "তোমরা ভুল শুনেছ, রত্না মারে নি—মেরেছে চন্দর নিজে!"

ঘোষ বলিল, "বাজে বকো কেন হে— আমি নিজের চক্ষে দেখেছি, রত্না এতবড় এক লাঠি দিয়ে তার মাথায় ধাঁই করে এক ঘা বসিয়ে দিলে —আর সে কি রক্ত রে বাবা।"

সাতে-পাঁচে ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই যে, রত্না মেরেছে বটে, কিন্তু চন্দরই তাকে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তার কারণ।

পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, চন্দ্রকান্ত রত্নাকে দিয়া সতীশ রায়ের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। শশির ইচ্ছা যাইতে লাগিল, মাথা খুঁড়িয়া মরে। এই নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক লোকটির উপর আজ এই যে কলঙ্কের কালিমা ঢালিয়া দিয়া সারাটা গ্রাম তামাসা দেখিতেছে, ইহার জন্য সে-ই কি সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী নয়! কেন সে এখানে আসিল,—কেন সে তার

অপরিচ্ছন্ন ময়লা জীবনটা লইয়া এই নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, শুভ্র চরিত্রের পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইল! বিছানার উপর উপুড় হইয়া সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিকালের দিকে সনতের মা আসিলে শশি বলিল, "আমি আর এ গ্রামে থাক্‌বো না মা।" শশির চোখ ছল্ ছল্ করিতেছিল।

তার পিঠে অত্যন্ত স্নেহের সহিত হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সনতের মা বলিলেন; "দূর পাগলী— লোকের কথায় কি কাণ দিতে আছে।"

সে বলিল, "আমার জন্যে শুধু বল্‌ছি না মা।"

অত্যন্ত স্নেহের সহিত সনতের মা বলিলেন, "সে কি আর জানি না মা—কিন্তু ওটা তোমার একেবারেই ভুল। যার জন্যে তুমি ভাবছো, সে নিন্দা সুখ্যাতির অনেক

সনতের মা চলিয়া গেলে শশি সন্ধ্যার পরই শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল এবং মনে মনে বার বার করিয়া আওড়াইতে লাগিল, "তিনি নিন্দা সুখ্যাতির অনেক উঁচুতে।"

রাত্রে ভোলা আসিয়া বলিল, "তোমাকে কে বকেছে মা?"

সে বলিল, "কৈ, ত কেউ বকে নি ধন আমার।"

সে বলিল, "তুমি আমার কাছে লুকোবে—আমি বুঝি কিছু জানি না?"

তাকে বুকের মধ্যে লইয়া শশি বলিল, "তোকে এ কথা কে বল্লে রে।"

ভোলা বলিল, "বাবা বল্লে যে।"

"তিনি কি বল্লেন শুনি।"

"বল্লে, তুই আজ তোর মার কাছে গিয়ে শুস্।"

আমি বল্লুম, "কেন বাবা?"

বাবা বল্লে, "তোর মাকে আজ সবাই মিলে বকেছে কি না, তাই।—হ্যাঁ মা, তোমাকে সবাই বকেছে না কি?"

কি বলিতে গিয়া শশি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল! অবাক্ হইয়া ভোলা তার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

১৬

পরীক্ষা চুকাইয়া দিয়া দেশে ফিরিয়া সকল কথা শুনিয়া সনৎ একেবারে আগুন হইয়া উঠিল।

চন্দ্রকান্তকে গিয়া সে বলিল, "তোমারা কি কেবল সহ্য করতেই জন্মেছ ?—না, হেস না চন্দর-দা—আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে।"

"ও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এখন" বলিয়া হাসিয়া চন্দ্রকান্ত তার পিঠে আদর করিয়া দুটো চাপড় মারিল।

"না ঠাট্টা নয় চন্দর-দা—এ রকম করে তুমি কেন সহ্য করতে যাও!"

"তা কি করতে হবে শুনি ?"

সনৎ এবার মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেল ; সত্যই ত, কি করিতে পারে সে, লোকের মুখে কে হাত চাপা দিতে যাইবে এবং দিতে গেলেই বা তারা শুনিবে কেন ?

মুখে কিন্তু সে বলিল, "তুমি কিছু না করতে পারো আমি করবো!"

"কি করবি, তাই শুনি!"

"সে আমার যা মনে হয় তাই করবো!"

"অর্থাৎ ঘরের ভাত বেশী করে খাবি, এই ত!"

বিরক্তভাবে সনৎ বলিয়া উঠিল, "তোমার ওপর আমার এমনি রাগ হচ্ছে চন্দর-দা—খালি মানুষের গাল খেয়ে খেয়ে বেড়াবে।"

অত্যন্ত স্নেহের সহিত তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চন্দ্রকান্ত বলিল, "এতে আর দুঃখ করবার কি আছে ভাই।"

"দুঃখ করবার নেই! তোমার মত লোক, যে না কি সকলের মাথার ওপর বসে থাকবে—তাকে নিয়ে কি না সকলে ন'কড়া ছ'কড়া ক'রে বেড়াবে।"

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে চন্দ্রকান্ত বলিল, "আমি যদি সত্যই ওদের মাথার উপর বসে থাকবার উপযুক্ত হয়ে থাকি সনৎ—তা হলে ওদের মাথার উপর বসে থাকা ত আমার হয়েই গেছে ভাই।"

বিমর্ষভাবে সনৎ বলিল, "তুমি ঐ বলে মনকে ঠাণ্ডা করগে যাও চন্দর-দা—আমি কিন্তু তা পারবো না। তার পর, তুমি না হয় ও কথা বল্লে; কিন্তু শশি দিদি—সে বেচারার কি অবস্থা একবার ভেবে দেখ দেখি।"

"আমি সে কথা ভেবে দেখেছি সনৎ। তিনি আমাদের চেয়েও শক্ত! জ্যাঠাইমার মুখে যে রকম শুনলুম, তাতে তাঁর জন্যে দুঃখ করাটাও একটা দাম্ভিকতা।"

সনৎ কি বলিতেছিল, চন্দ্রকান্তের মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল।—যে মুখের ভাব ভয়ানক গম্ভীর।

সন্ধ্যার সময় ভাতে কাঠি দিতে দিতে চন্দ্রকান্ত ডাকিল "ভোলা!"

অঙ্ক কষিতে কষিতে পাশের ঘর হইতে ভোলা উত্তর দিল, "কি বাবা?"

"একবার শুনে যা!"

সে আসিয়া বলিল, "কি?"

"তুই আজ সমস্ত দিন কোথায় ছিলি রে?"

সে বলিল, "মার কাছে।"

"তোর মা বুঝি তোরি মতন খুব বকতে পারে?"

সে বলিল "হুঁ।"

"কি কথা হয় তোদের ?"

সে বলিল, "কত কথা,—সে কি আর মনে আছে।"

"আমার কথা হয় না ?"

"তা আবার হয় না! মা তোমার যা সুখ্যাতি করে—ওরে বাবা!"

"কি বলেন ?"

"তা কি অত মনে আছে ?"

"তবু ?"

অনেক ভাবিয়া এবং অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া শেষ কালে সে বলিল, "বলে তুমি খুব লক্ষ্মী, খুব ভালো, একটুও দুষ্টু নও।"

চন্দ্রকান্ত কোন কথা বলিল না, নীরবে বসিয়া রহিল। ভোলা আরো কি সব বলিতে যাইতেছিল, চন্দ্রকান্ত বলিল, "আচ্ছা, তুই এখন পড়গে যা।"

রাত্রে শয্যায় শুইয়া শুইয়া চন্দ্রকান্তের নিজের উপর অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

১৭

সকাল বেলা শশি ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া কুটনো কুটিতেছিল। এমন সময়ে সনৎ আসিয়া চৌকাঠের উপর উপু-হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কেমন আছ শশি দিদি!"

"অমনি এক রকম করে দিন কেটে যাচ্ছে—তুমি কেমন আছ সনৎ?"

সে বলিল, "আমি ভালই আছি।"

সনৎ ভাবিয়া আসিয়াছিল, যে মিথ্যা অভিযোগটা সে আজ গ্রামে পা দিয়াই শুনিয়াছে, সেটাকে কথার ছলে শশির নিকট পাড়িবে, এবং সে সম্বন্ধে শশির মনের ভাবটা কোন্ শ্রেণীর, সেটাও একবার জানিয়া লইবে, কিন্তু গোড়া পত্তন করিবে সে কি দিয়া, তাহাই সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

শশি বলিল, "কেমন পরীক্ষা দিলে?"

অন্যমনস্ক ভাবে সনৎ বলিল, "মন্দ নয়।"

তার পর হঠাৎ চোখ কাণ বুজিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "গ্রামের যত ইতর লোক তোমাদের নামে যে সব কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে—তার জন্যে ওদের আমি সহজে ছাড়ছি না শশি দিদি।"

হেঁট মুখে আলু ছাড়াইতে ছাড়াইতে শশি বলিল, "তাতে করে আমাদের কি ক্ষতি হয়েছে সনৎ?"

সনৎ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।—তার ইচ্ছা হইতে লাগিল—শশির পা দুটোকে প্রাণপণ বলে মাথার উপর চাপিয়া ধরে।

শশির নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় সনৎ বলিল, "তোমাকে কখন নমস্কার করি নি শশিদিদি—আজ—"

শশব্যস্তে শশি চীৎকার করিয়া উঠিল, "মাথা খাও সনৎ অমন কাজ কোরো না" এবং সনৎ হেঁট হইবার পূর্ব্বেই সে ছুটিয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিবার পথে চক্রবর্ত্তী মশাই ডাকিয়া বলিলেন, "কে ও, সনৎ না!"

সে বলিল, "হুঁ।"

কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া চক্রবর্ত্তী বলিল, "তোমার চন্দরদার কথা শুনেছ ?"

গম্ভীরভাবে সে বলিল, "শুনেছি।"

"আর ঐ ছুঁড়িটার কথা ?"

অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে সনৎ বলিল, "ভদ্রতার বাইরে যাবেন না চক্রবর্ত্তী-জ্যাঠা।"

চক্রবর্ত্তী ছিট্‌কাইয়া উঠিল, "আমাকে ভদ্রতা শেখাতে এসেছিস্, এতবড় স্পর্দ্ধা তোর—মুখ খসে যাবে না!"

সনৎ কি বলিতে যাইতেছিল—হঠাৎ কি ভাবিয়া থামিয়া গেল।

সনতের বাপ নীরদ চাটুয্যে পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এসব শুনছি কি বল ত ?"

সনতের মা বলিলেন, "শুনছ মাত্র, চোখে ত আর দেখ নি।"

গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে খসাইয়া লইয়া নীরদ চাটুয্যে বলিলেন, "তাত দেখি নি, কিন্তু লোকে যে আমাদের পর্য্যন্ত দুষছে—সেইটেই ত হয়েছে মুস্কিল তা

না হলে, যা ইচ্ছে তাই করুক্‌গে না ছাই—আমার কি বল না ?”

“তা কি করতে হবে শুনি ?”

“করব আর কি মাথামুণ্ড, তবে কি না ওদের সঙ্গে মেলা মেশাটা একটু—”

“কেন, অপরাধ ?”

“বলি, পাঁচজনকে নিয়ে মানিয়ে চলতে হবে ত !”

এই বলিয়া চাটুয্যে মশাই নলটা আবার মুখে তুলিয়া লইলেন।

“কিন্তু পাঁচজনে যদি মিলে মিশে না থাকতে চায় ত আমরা কি করব ? আর তা’ছাড়া, ওরা শুধু শুধু একজন নিরীহ স্ত্রীলোকের নামে যে এমনি করে যা তা সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে, এর জন্যে তুমি কোথায়—”

বাধা দিয়া চাটুয্যে বলিয়া উঠিলেন, “সব ত বুঝলুম ! কিন্তু গ্রাম শুদ্ধ লোকের মুখে ত আর হাত চাপা দিতে পারি না !”

“গ্রাম শুদ্ধ লোকের মুখে যখন হাত চাপা দিতে পার না, তখন আমি বলি নিজের কাণে হাত চাপা দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।”

চাটুয্যে বলিলেন, "তুমি ত সোজা কথা ব'লে দিলে, কিন্তু কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠলো।"

সনতের মা বলিলেন, "না শুনলেই পার।"

সন্ধ্যার সময় শশি রান্নাঘরের সুমুখে দাওয়ার উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সারাদিন ধরিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহারি সজলতা, গাছ, পালা, পথ, ঘাট, সমস্তই কেমন যেন বিষাদময় করিয়া তুলিয়াছিল। কে জানে কেন শশির আজ কেবলি কান্না আসিতেছিল। আর মনে হইতেছিল তার এই বিড়ম্বনাময় জীবনটা যেন আজিকার এই করুণ আষাঢ় সন্ধ্যারই মত অশ্রুময় এবং বিষাদপূর্ণ, কেবলি কান্না আর কান্না। একদিন সে মনে করিয়াছিল সমাজের বাঁধাধরা এবং গতানুগতিক নিয়ম কানুনগুলোর যে পাকা সড়কটার উপর দিয়ে রাজ্যশুদ্ধ লোক দিনের পর দিন নিশ্চিন্তভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহারই আশে পাশের ঐ কাঁটাঝোপ গুলো ভাঙ্গিয়া চলিবার যে বিড়ম্বনা, তাহাই বুঝি তার জীবন যাত্রাটাকে এমন শুষ্ক এবং রসহীন করিয়া তুলিয়াছে, এবং বুঝি বা কোন না কোন উপায়ে সে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া

একটিবার শুধু এই পাকা সড়কের যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারিলেই তার জীবনটা আবার সরস এবং সহজ হইয়া পড়িবে।—কিন্তু তা ত কৈ হইল না!—আজ তার মনে হইতেছিল, এই যে বাঁধাধরা চলা-ফেরার পথটা, যার উপর দিয়া চলিতে গেলে চোখেরও দরকার নেই, কাণেরও দরকার নেই—দরকার কেবল সোজা চলিয়া যাওয়ার,—ইহারি অভাব কি তার জীবনটাকে প্রতি দিন বিড়ম্বনাময় করিয়া তুলিয়াছিল, এবং আজ তার জীবনটা কি সত্য সত্যই সমস্ত অবসাদ সমস্ত অসন্তোষকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মুক্তির আনন্দে হাসিতেছে?—কৈ না!—আজও ত তার অন্তরটা তেমন করিয়াই ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। শান্তি নাই।—তার শান্তি নাই! এখানেও তার শান্তি নাই। কাঁটা ঝোপের ঐ দুর্গম সঙ্কটপূর্ণ পথটা কাঁটার উপর কাঁটা তার সর্ব্বাঙ্গে ফুটাইয়া দিয়াছে—আজ সে তা অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাহার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য সে, পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে যে সোজা পাকা পথটা, তারি উপর একদিন চোখ কাণ বুজিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ তার মনে

হইতে লাগিল,—ঐ কাঁটা ভাঙ্গা পথটার আর একদিকে যে উদার সবুজ মাঠটা দিক-হারা পথিকের মত থম্ থম্ করিতেছে, তাহারি কাছে গিয়া সে কেন দাঁড়াইল না;—এই পথ-হারা পথিকটির পথ না পাওয়ার ইতিহাসটাই যে তার কাছে সব চেয়ে বড় আকর্ষণ—আজ এতদিন পরে এই আষাঢ় সন্ধ্যার উদাস সজল বাতাস সে কথা কেবলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়া ফিরিতেছে। শান্তি নাই, তার শান্তি নাই।—এখানে তার একটুকুও শান্তি নাই।

হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া সনৎ হাঁক ডাক সুরু করিয়া দিল—"বড্ড খিদে পেয়েছে, শশিদিদি,—আজ আর পেসাদ না পেয়ে উঠছি না কিন্তু—"

"তা কখনই হতে পারে না সনৎ।—এখানে তোমার খাওয়া কোন মতেই হতে পারে না!—" বলিয়া শশি যেমন চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।

"কেন হতে পারে না?—আমি বামুন আর তোমরা সুদ্দুর বলে?—এদিকে কলকাতায় মোছলমানের রান্না পর্য্যন্ত খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল, আর দেশে ফিরে এসে যত সাউগুড়ী বুঝি তোমাদের ওপর করতে হবে। না—না,

ওসব কোন কথা শুনতে চাই না শশিদিদি ;—না খেতে দাও ত হাঁড়ি কুড়ি ভেঙ্গে খেয়ে যাবো—এ আমি বলে দিচ্ছি কিন্তু !”

অত্যন্ত করুণ স্বরে শশি বলিল—“সে হয় না সনৎ, হয় না।—লোকে কি বলবে ভাই ?”

“লোকে ? --আমি লোকের ভয় করি না শশি দিদি। অত কথায় কাজ কি—ও পাড়ার বিন্দীকে তুমি চেন ত ? ঐ যে বোষ্টমী মাগী—সে ত এককালে বেশ্যা ছিল, এর চেয়ে আর ছোট জাত কি হবে !—তারও ঘরে আমি শিরোমণিদাকে দেখিয়ে দেখিয়ে দিব্যি ফলার করে এসেছি।”

শশি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—অন্ধকারে কেউ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছিল না—শশি তাই আজ বাঁচিয়া গেল।

সনৎ ডাকিল—“শশি দিদি ?”

“কি ভাই ?”

“তুমি আজ অমন চুপ করে রয়েছ কেন বল ত ?”

হঠাৎ জোর করিয়া টানিয়া হাসিয়া—শশি বলিল, “চুপ করে ?—কৈ না !”

"না, সত্যি শশি দিদি, আমি আজ তোমার হাতের রান্না না খেয়ে উঠছি না।"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া শশি বলিল, "বিন্দির বাড়ীতে ফলার করে একটুও ভাল কাজ কর নি সনৎ।"

"ভাল কাজ করিছি কি না জানি না শশিদিদি! তবে, মন্দ কাজ যে একটুও করি নি, তা খুব জোর করে বলতে পারি! তুমি ত সব কথা জান না শশিদিদি! ঐ বিন্দি কি চিরকাল অমনি ছিল মনে করেছ? চন্দরদা বলছিল, ঐ বিন্দি এককালে ভদ্দর ঘরের বউ ছিল। বেচারার অপরাধের মধ্যে একদিন ঘাটে গা ধুতে গেছে, এমন সময় বোসেদের ছোট কর্ত্তা—না কি একলা পেয়ে ওকে কি অপমান করে।—এই আর কোথায় আছে—সমাজের যত কুকুরগুলো কেঁউ কেঁউ করে উঠলো—'ওকে বাড়ী থেকে বার করে দাও।' চন্দরদা বলছিল—বিন্দির স্বামীর সে কি কান্না—সে তার স্ত্রীকে না কি বড্ড ভালবাসতো!—কিন্তু কি করে?—সমাজের কুকুরগুলো এখুনি ছিঁড়ে-কুটে খাবে! বিন্দির বাপের ঘর এখান থেকে বেশী দূর নয়।—

বেচারা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই তারাও তাড়িয়ে দিলে। সেখানেও ত ডালকুত্তোর অভাব নেই! শুনেছি বেচারা পাঁচ দিন উপোস করে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিল! তার পর পেটের দায়ে—”

অন্ধকারে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া শশি বলিল “তুমি এখন যাও সনৎ,—আমার শরীরটা বড্ড খারাপ হয়েছে। মাথাটা একেবারে খসে যাচ্ছে,—আর বসতে পারছি না, শুয়ে পড়িগে।—কিছু মনে কোরো না ভাই—কাল আবার এসো!” এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই শশি শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

প্রসন্ন আসিয়া বলিল—“সন্ধ্যে না হতেই শুলি যে বড়?—মাথা ধরেছে বুঝি—খেতে দেতে—”

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই শশি বলিয়া উঠিল, “আমাকে জ্বালাস্ নে পেসন্নী—একটু চুপ করে শুয়ে থাকতে দে—”

“জানি নে বাপু! মেয়ের যেন সবই কেমন ধারা!—” বলিতে বলিতে প্রসন্ন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া, দাওয়ার উপর ঠ্যাং ছড়াইয়া একটা খুঁটি ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িল;

এবং মাঝে মাঝে অস্পষ্ট স্বরে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কি সব বকিয়া যাইতে লাগিল।

শয্যায় শুইয়া শশি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। আজ তার বুকের উপর কে যেন খুব জোরে একটা ঘুসি মারিয়া গিয়াছে ; এবং তাহারি বেদনা এখন পর্য্যন্ত সমস্ত বুকটাতে যেন ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। আজ কেবলি তার মনে পড়িয়া যাইতেছিল একটি কথা,—কি ভয়ানক প্রতারক সে! যে সমাজের একটুখানি কৃপা-কণা পাবার আশায় সে আজ এই কদর্য্য বিশ্রী মুখোসটা মুখে পরিয়া বসিয়াছে—তাহারি ভিতরকার তার যে আসল রূপ, সেটাকে এই সমাজ যে চক্ষে দেখে, তা ঐ বিন্দির সমস্ত জীবনটা চীৎকার করিয়া আজ তার কাণের গোড়ায় বলিয়া গেল যে! একদিন যদি তার মুখের ঐ মুখোসটা খসিয়া পড়ে, তা হলে ? ওঃ—না—না, সে ঐ বিন্দির চেয়ে একটুও ভালো না—এতটুকুও না!

এই মুখোসের পূজা লইয়া সে কতদিন এমন করিয়া থাকিবে!—এ পূজা যে ক্রমাগত অপমান করিয়া আসিতেছে সেই তার নিজের ভিতরের চেহারাখানাকেই—যা ঐ

মুখোসের তলায় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। না—না, ও পূজো চায় না সে—একেবারেই না।—তার মনে হইতে লাগিল, বিন্দির সমস্ত জীবন-ইতিহাসটা আজ যেন প্রেতের মত তার সেই অন্ধকার ঘরময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, আর বলিতেছে —"যে সমাজের দ্বার থেকে তোমারি মত একজন অভাগিনী কুকুরের মত নিষ্ঠুর ভাবে বিতাড়িত হয়ে পথে পথে ঘুরে মরছে,—তারি দুয়ারে তোমার ঐ ভিক্ষাঝুলিটি মেলে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমার কি একটুও লজ্জা হচ্ছে না ?"

না—না—এ সমাজ তার জন্য নয়!—কাঁটা-বনের সেই বাঁকাচোরা রাস্তায় সে আবার ফিরিয়া যাইবে না বটে, কিন্তু তার ওপারের ঐ প্রকাণ্ড উদার মাঠটা ত আছে,—সেইখানেই এবার তাকে যাত্রা সুরু করিতে হইবে।—আর কোথাও না—কোন দিকে না! সে কেন লোকালয়ে ফিরিতে গেল ? বিশ্ব দুনিয়াটা ত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।—তার জন্য সমাজ না থাক্—দুনিয়াটা আছে ত,—সেখানে সে গেল না কেন ?—না—না, সমাজের মোহ তার কাটিয়াছে!

হঠাৎ কি ভাবিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া শশি আলো জ্বালিল এবং দোয়াত কলম লইয়া লিখিতে বসিল—

"আমি বিন্দির মতই একজন অভাগিনী, এ কথা এত দিন আপনাদের কাছে লুকিয়েছিলুম—ক্ষমা করবেন।"

চিঠি লেখা শেষ করিয়া শশি কি ভাবিয়া হঠাৎ সেটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল; এবং আলোটা নিবাইয়া দিয়া আবার শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সে বেশীক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া আবার আলো জ্বালিল; এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে পূর্ব্বে যে কয়টা কথা লিখিয়াছিল, এবারও ঠিক তাহাই লিখিল,—একটু বেশী নয়, একটু কমও নয়। তার পর কি ভাবিয়া ডাক দিল, "পেসন্নী!" বাহির হইতে উত্তর আসিল—"কি।"

"একবার এদিকে আয় ত!"

ঘরে প্রবেশ করিয়া মুখখানাকে ভার করিয়া তুলিয়া প্রসন্ন বলিল, "কেন?"

"এই চিঠি খানা ভোলার বাপকে গিয়ে দিয়ে আসতে পারিস?"

অবাক্ হইয়া প্রসন্ন শশির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া শশি বলিল, "তুই আশ্চর্য্য হয়ে গেছিস্, নয় রে পেসন্নী, ভাবছিস—এ আবার কি কাণ্ড!—আমি ত কখন ভুলোর বাপকে চিঠি লিখি নি।—হঠাৎ—" কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই প্রসন্ন বলিয়া উঠিল, "ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে, ঠিক করে বল্ ত তোর মতলবখানা কি?"

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গিয়া শশি বলিল, "বড্ড দরকারী চিঠি,—বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার অবসর নেই পেসন্নী!—ঝপ্ করে দিয়েই চলে আয়,—আরো অনেক কাজ বাকি আছে।—দাঁড়িয়ে রইলি যে বড্ড?"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া—প্রসন্ন কহিল, "আমি কখনই যাবো না ত;—আগে আমার কাছে সব কথা খুলে বল্, তবে যাবো।—তার আগে এক পাও যদি নড়ি ত আমার সাতপুরুষের—"

খুব জোরে একটা ধমক দিয়া উঠিয়া শশি বলিয়া উঠিল, "মিথ্যে চটাস্ নে পেসন্নী!—যা বলছি, আগে তাই করে আয়। তা না হলে ভাল হবে না বলছি!—আমাকে

চিনিস্ ত!—আমি যখন বলেছি 'এখন বলব না,' তখন—মাথা খুঁড়ে মরলেও আমার মুখ থেকে একটি কথা বার করতে পারবি নে। ঠাট্টা নয় পেসন্নী, বড্ড দরকারী চিঠি! দেরি করিস্ নে!"

প্রসন্ন শশিকে বিলক্ষণ চিনিত। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চিঠি লইয়া চলিয়া গেল, এবং যাইবার সময় সদর দরজাটাকে ঝণাৎ করিয়া একটা ধাক্কা মারিয়া খুলিয়া হাট্ করিয়া রাখিয়াই চলিয়া গেল। সেই খোলা দরজা দিয়া শশি দেখিল, পথের অন্ধকারের মধ্যে প্রসন্নর অস্পষ্ট মূর্ত্তিটি একটু একটু করিয়া মিলাইয়া যাইতেছে,—ক্রমে আর কিছুই দেখা যায় না—শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

শশির মনে হইতে লাগিল, তার জীবনের অস্পষ্ট একটা আশার মূর্ত্তিও সেই সঙ্গে নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আজ কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—তার চিহ্ন পর্য্যন্ত আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হঠাৎ তার মনে হইল, চিঠিটা না পাঠাইলেই বোধ হয় ভাল হইত।—কেন সে যাচিয়া এ দৈন্য প্রকাশ করিতে গেল? হঠাৎ আর একটা কথা

শশির মনে পড়িয়া গেল। সে এইটুকু মাত্র লিখিয়াছে যে, বিন্দিরই মত সে একজন হতভাগিনী; কিন্তু তার অর্থ যে অন্য রকম দাঁড়ায়!—সে ত স্পষ্ট করিয়া এ কথা লেখে নাই যে, অতি শৈশবেই তাকে চুরি করিয়া আনা হইয়াছিল, এবং অত প্রলোভনের মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত সে নিজেকে নিষ্কলঙ্ক রাখিয়া আসিয়াছে। শশির মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা যাইতে লাগিল।—এ গ্রামে তার আর থাকা হইতে পারে না,—কখনই না—কিছুতেই না!—এই চিঠি পড়িয়া ভুলোর বাবা যদিই বা তাকে ক্ষমা করেন ত সে কেবল দয়ার পাত্রী বলিয়া,—হতভাগিনী বলিয়া—নিরাশ্রয়া বলিয়া।—এই যে এতদিন ধরিয়া নিজের দুর্দ্দমনীয় যৌবনকে সে প্রকৃত বীরের মত জয় করিয়া আসিয়াছে—তাহার বিনিময়ে সে কি আজ শুধু কেবল দয়া আর কৃপাভিক্ষা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে? তার চেয়ে এতটুকু বেশীও কি সে আশা করিতে পারে না?—না না—এ দয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিবার মত দৈন্য স্বীকার করিয়া লইতে সে পারিবে না।

প্রসন্ন ফিরিয়া আসিতেই তাকে অন্য কোন কথা

বলিতে না দিয়াই শশি হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"এখান থেকে রাত্তিরে কোন গাড়ী ছাড়ে না রে ?"

বিরক্ত হইতে গিয়াও প্রসন্ন বিরক্ত হইতে পারিল না। সে এবার শুধু আশ্চর্য্য হইয়া গেলনা—রীতিমত ভয় পাইল ; এবং কোন কথা না বলিয়া, অবাক্ হইয়া শশির মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ব্যাপারটা যে একেবারেই সাদাসিদে নয়, তা সে ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল ; কিন্তু এখন সে এটাও বুঝিয়া ফেলিল যে ইহার মধ্যে ভয় করিবার কারণও যথেষ্ট আছে। সে ভাবিয়া আসিয়াছিল, বাড়ী ফিরিলেই শশি হাঁই হাঁই করিয়া আসিয়া পড়িবে,—ভোলার বাপ চিঠি পাইয়া কি বলিল ?—কিন্তু তার কৌতূহল যে কয়-মিনিটের মধ্যেই নূতন বস্তুর সন্ধানে ভিন্নপথ ধরিয়া একবারে নির্ব্বিকার ভাবে চলিতে সুরু করিয়া দিয়াছে ; ইহা প্রসন্নকে একদিক যেমন অবাক করিয়া দিয়াছিল, অপর দিকে তার মনের মধ্যে রীতিমত একটা ভীষণ দুর্ভাবনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

দৃঢ় কণ্ঠে শশি বলিয়া উঠিল, "হাঁ করে আমার মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না পেসন্নী! সে সময়ও নেই—সব গোছগাছ করে নিতে হবে ত ?"

এবার প্রসন্ন কথা কহিল—তার স্বর উৎকণ্ঠাপূর্ণ—"আমি কিছুই যে বুঝতে পারছি না শশি! চিঠি দিয়ে আসতে বল্লি— চিঠি দিয়ে এলুম—তাও কি ছাই—"

বাধা দিয়া শশি বলিয়া উঠিল,—"হ্যাঁ, চিঠি পেয়ে তিনি কি বল্লেন?"

"কিছুই না।"

"একটা কথাও না?"

"না,—কেবল আমি যখন জিজ্ঞাসা করলুম আপনার কি কিছু বলবার আছে—তখন কেবল বল্লেন—"না"—সে কি ভয়ানক গলা শশি—ঠিক যেন মরা মানুষের আওয়াজ।—সত্যি বলছি শশি, আমার বুক কেমন করছে,—তুই সব কথা আমাকে খুলে বল্—তা না হলে সত্যি বলছি—"

অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে শশি বলিল, "আসল কথা, আজ আমাদের এ গ্রাম ত্যাগ করে যেতে হবে।"

"কেন?"

"তা না হলে কাল সকাল হলেই জানাজানি হয়ে যাবে আমরা কে এবং কোথা থেকে এসেছি।"

"অ্যাঁ! বলিস কি!—তা হলে এখানকার লোকে আমাদের খুন করে ফেলবে যে"—প্রসন্নর গলার স্বর কাঁপিতেছিল।

"তাই ত বলছি—আজ রাত্রেই আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে; ঠিক ক'টায় গাড়ী জানিস্?"

"তা ত ঠিক জানি না শশি!"

না জানলেও বিশেষ ক্ষতি নেই।—একটু বেশী রাত হলেই আমরা বেরিয়ে পড়বো,—তার পর ইষ্টিসানে গিয়ে গাড়ীর জন্য বসে থাকবো।—দুটো হোক, তিনটে হোক—প্রথমে যে গাড়ী পাবো তাতেই উঠে পড়বো—কি বলিস্?"

"তাই ভালো। আমি তবে সব গুছিয়ে নিই?"

"গুছিয়ে নেবার বিশেষ কিছু নেই পেসন্নী,—শুধু কেবল গয়নাগুলো আর নগদ টাকা যা আছে, একটা পুটুলিতে বেঁধে নিলেই চলবে, খুব সাবধান কিন্তু!"

কথা শেষ করিয়াই শশি আপনার ঘরে গিয়া অন্ধকার শয্যায় শুইয়া পড়িল এবং ছোট মেয়ের মত করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাল সকালে ভুলো যখন

আসিয়া দেখিবে শূন্য ঘরদোর পড়িয়া রহিয়াছে—এবং মা মা, বলিয়া গলা ফাটাইয়া ফেলিয়াও সে যখন সাড়া পাইবে না,—তখন সেই মা-হারা অনাদৃত বালকটির ছোট্ট বুক-খানির মধ্যে—"মাগো !" শশি দুই হাতে আপনার বুকখানাকে চাপিয়া ধরিল।

১৮

রাত তখন প্রায় একটা হইবে। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ; কোথাও জাগরণের সাড়াটি পর্য্যন্ত নাই। ধীরে ধীরে শশি এবং প্রসন্ন ষ্টেসনের জনহীন অন্ধকার প্ল্যাট-ফর্ম্মের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে যতদূর চাওয়া যায়, কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। কেবল দূরে দূরে রেলরাস্তার ধারে ধারে সিগ্‌নেলের লাল বাতিগুলো দানবের রক্ত চোখের মত সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যেও ঘোলাটে হইয়া জাগিয়া রহিয়াছে; আর সুদূর মাঠের কোন্ এক প্রান্তে কৃষকদের ছোট গ্রামখানি মাঝে মাঝে সেই অন্ধকারের নীলাম্বরীর ঘোমটা সরাইয়া মেটে প্রদীপগুলির সলাজ দৃষ্টি সেই পথ-হারান অন্ধকার মাঠের পানে ফেলিয়া নীরবে চাহিয়া রহিয়াছে—না জানি কোন্ পথহারা পথিকের করুন প্রতীক্ষায়।

ধীরে ধীরে প্রসন্ন ডাকিল,—"শশি!"

অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে শশি উত্তর দিল,—"কি ?„

"কি ভয়ানক অন্ধকার দেখ্‌ছিস্‌,—একটা লোকও ত দেখছি না যে গাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করি,—কি করা যায় বল্‌ ত ?"

শশি কোন উত্তর দিল না,—দূরের থম্‌থমে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া নিসাড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রসন্ন আবার ডাকিল,—"শুন্‌ছিস ?"

অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে শশি উত্তর দিল, "কি ?"

"বলি টিকিট্‌ কিন্‌তে হবে ত, না এইখানে হাঁ করে চেয়ে থাক্‌লেই হবে ?"

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শশি বলিল,—"টিকিট কিনতে হ'বে বৈ কি, আর জানতে হবে ক'টার গাড়ী। ঐ ত টিকিট ঘর দেখা যাচ্ছে,—চ'না, খবরটা নিয়ে আসি।"

সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে টিকিট-ঘরের ছোট্ট কাটা জানালাটি দিয়ে একটি ক্ষীণ আলো মিট্‌মিট্‌ করিয়া দেখা যাইতেছিল,—তাহাই লক্ষ্য করিয়া শশি এবং প্রসন্ন ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। টিকিট-ঘরের জানালার নিকটে আসিয়া তারা দেখিল, ঘরের মধ্যে একটি শীর্ণদেহ বৃদ্ধ চেয়ারের

পিঠের উপর মাথাটাকে কোন রকমে ঝুলাইয়া দিয়া এবং সাম্‌নের দেবদারুকঠের ভাঙ্গা টেবিলের উপর পা দুটোকে যথাসম্ভব তুলিয়া দিয়া দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

প্রসন্ন বলিল,—"কোথাকার টিকিট কিনি বল্ দেখি?" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশি বলিল, "আগে ক'টার গাড়ী তাই জান্‌ত,—তার পর কোথায় যাবো না যাবো তার ঠিক হবে অখন!"

প্রসন্ন ডাকিল, "হাঁগা বাবু, গাড়ী ক'টার সময় আসবে বলতে পার গা?"

নাসিকাগর্জ্জন ছাড়া অন্য কোনরূপ উত্তর আসিল না গলাটাকে যথাসম্ভব ঝাঁঝালো করিয়া তুলিয়া প্রসন্ন আবার ডাকিল, "শুনছো গা বাবু—বলি ও মশাই—একবার দয়া ক'রে শুনুন্‌ই না ছাই!"

লোকটা এবার ধড়মড় করিয়া লাফাইয়া উঠিল, এবং চোখ দুটোকে বারবার কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল, "কি চাই গা বাছা?"

গলাটাকে এক নিমিষে কড়ি হইতে কোমলে নামাইয়া

লইয়া প্রসন্ন বলিল, "বল্‌তে পারেন গাড়ী আসতে আর কত দেরী ?"

চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া পাশের টেবিলের উপর বসান একটা গলা-ভাঙ্গা কুঁজো হইতে হাতে করিয়া খানিকটা জল গড়াইয়া লইয়া এবং চোখ দুটো যথা-সম্ভব কচ্‌লাইয়া ধুইয়া বৃদ্ধ বলিল, "তোমরা কোথায় যাবে শুনি ?"

বিরক্ত হইয়া প্রসন্ন বলিল, "সে খোঁজে তোমার দরকার কি বাবু, গাড়ী ক'টায় তাই বলে দাও না—ফুরিয়ে যাক্‌ !"

চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া একটা জাঁদ্‌রেল গোছের হাই তুলিয়া বৃদ্ধ বলিল, "কোথায় যাবে না শুন্‌লে কি করে বুঝবো, কোন্‌ গাড়ীর কথা তোমরা বলছ ?"

প্রসন্ন এবার মুস্কিলে পড়িয়া গেল,—শশির দিকে চাহিয়া সে বলিল, "কোথায় যাবি, তাই বল্‌ না !"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশি বলিল, "বল্‌ কাশী যাবো !"

প্রসন্ন বলিল, "কাশি যাবো গো বাবু !"

পরক্ষণেই কিন্তু হঠাৎ কি ভাবিয়া শশি বলিয়া উঠিল, "না—না, বল্‌ আমরা বৃন্দাবন যাবো ।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এতক্ষণ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিল; এইবার একটু সোজা হইয়া বসিল এবং চশমার পুরু কাচের ভিতর দিয়া শশির অবগুণ্ঠিত মুখের দিকে একবার চকিতের দৃষ্টি দিয়া বলিল, "তোমরা যে অবাক্ করলে বাছা!—কোথায় যাবে এখন পর্য্যন্ত তার কিছু ঠিক নেই, অথচ ষ্টেশনে এসেছ টিকিট কিন্‌তে।"

প্রসন্ন কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ আবার বলিল, "এ ত ভাল কথা নয় বাছা! ওঁকে দেখে ত রীতিমত ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়—অথচ সঙ্গে পুরুষ মানুষ দেখছি না। তার পর কোথায় যাবে, তারও কিছু ঠিক কর নি—ব্যাপারটা যে নেহাতই গোল্‌মেলে ঠেক্‌ছে বাপু!"

হঠাৎ প্রসন্নর মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল—সে বলিল, "চন্দর ভট্‌চার্য্যকে চেনেন আপনি?"

একটু হাসিয়া বৃদ্ধ বলিল, "তা চিনি বৈ কি!"

সোৎসাহে প্রসন্ন বলিয়া উঠিল,—"তারই বাড়ীতে আমরা এতদিন ছিলুম গো বাবু; তাঁর শরীর খারাপ কি

না, তাই তিনি নিজে এসে গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে যেতে পারলেন না—তা না হ'লে আর ভাবনাটা কি বাবা!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ বলিল, "তা হ'লে তোমরা বৃন্দাবন যাওয়াই ঠিক্ করলে?"

প্রসন্ন বলিল, "হুঁ"!

"তা সে গাড়ী আস্তে এখন অনেক দেরী—তোমরা ততক্ষণ আমার এই ঘরের এক কোণে ঐ মাদুরটা বিছিয়ে একটু বিশ্রাম কর,—আমি ততক্ষণ ঝপ করে একটা কাজ শেষ করে আসি।"

প্রসন্ন এবং শশিকে বসিতে বলিয়া বৃদ্ধ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল; এবং যাত্রীদের বসিবার টিনের ছাউনির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া, একটা লোহার বেঞ্চের উপর গাঢ়নিদ্রাভিভূত আপাদমস্তক-মুড়ি-দেওয়া একটা লোককে সজোরে এক ঠেলা মারিয়া ডাকিল, "পরাণে!—বলি ও পরাণে, আ' মোলো—রে! ব্যাটা একবারে মরে ঘুমোচ্ছে দেখ্‌ছি—ওরে ও হতভাগা, জাগ্ না রে!—বলি, ও পরাণে, শুন্‌ছিস্—এইবারে ব্যাটা মার খেয়ে মর্‌বি বল্‌ছি—ওঠ, ওঠ!"

ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া, অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া লোকটা চোখ কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "তিন্‌টে বেজে গেছে না কি কত্তামশাই?—গাড়ী আসবার আর দেরী কত?"

"না—না, তিনটে বাজতে এখন অনেক দেরী আছে—একটা কাজ করতে হবে তোকে, ঝাঁ করে একবার গাঁয়ের দিকে চলে যেতে পারিস্!"

"তা পারবো না কেন কত্তামশাই!"

"চন্দর ভটচার্য্যকে চিনিস্ ত তুই?"

"সেই পাগলা বামুন ত—তাকে আবার চিনি না!"

"তাঁকে গিয়ে আমার নাম করে বলবি—শিগগির যেন একবার ইষ্টিশানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন—বিশেষ দরকার আছে, বুঝলি—বলবি এখুনি আসতে—যা দৌড়ে যা!"

পরাণকে চন্দ্র ভট্টচার্য্যের নিকট পাঠাইয়া দিয়া, বৃদ্ধ আবার নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, কাটা—জানালার ধারে ভাঙ্গা চেয়ারখানা দখল করিয়া বসিল।

খোলা দরজার দিকে মুখ করিয়া শশি চুপ করিয়া বসিয়া

ছিল,—বাহিরে যতদূর দেখা যায়, কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। শশির মনে হইতেছিল, তার সুমুখে বাকি জীবনের যে পথটা পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাও ঠিক এম্‌নি একটা একটানা অন্ধকারের মধ্যে ঢাকা এবং ঠিক এমনি রহস্যময়। তার প্রাণটা হু হু করিয়া উঠিতে লাগিল।

প্রসন্ন ধীরে ধীরে অত্যন্ত অস্পষ্টস্বরে ডাকিল, "শশি।"

ক্ষীণকণ্ঠে শশি উত্তর দিল, "কি ?

"তুই এত কি ভাবছিস্ বল দেখি ?"

"কৈ কিছুই না ত।" বলিয়া শশি চুপ করিল।

ইহার পর দুজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মাঝে কেবল একবার বৃদ্ধ টিকিট-মাষ্টার কথা জমাইবার চেষ্টা করিল—"তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না ত বাছা ?"

প্রসন্ন সংক্ষেপে উত্তর দিল, "না।"

সে আবার বলিল, "তোমাদের দেশ কোথায় গা বাছা ?"

প্রসন্ন এবার কোন উত্তর দিল না। সে এমনি ভাবটা দেখাইতে চেষ্টা করিল, যেন বৃদ্ধের কথা সে শুনিতেই পায় না।

বৃদ্ধ এবার অন্য কথা পাড়িল,—বলিল, "তোমরা বুঝি তীর্থ করতে বেরিয়েছ ?"

প্রসন্ন কেবল বলিল, "হুঁ ।"

ইহার পর বৃদ্ধ আরো অনেক কথা জমাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু উত্তরকারিণীর সংক্ষিপ্ত উত্তরে কোন কথাই ঠিক জমিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে হতাশ হইয়া বৃদ্ধ থামিয়া গেল।

শশি চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ ; তার মনে হইতেছিল, সেই মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার রজনীর গভীর নীরবতার বুকের মাঝখান দিয়া একটি মাত্র ক্ষীণ এবং করুণ স্বর কাঁদিয়া কাঁদিয়া এলোমেলো মেঠো হাওয়ার সহিত মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে ;—সে কান্না ভারি ক্ষীণ, কিন্তু ভারি বিষাদময়। কে যেন অনেক দূর হইতে কেবলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—"মা ! মা !"—শশির চোখে জল আসিল ; সে সজল কণ্ঠে ডাকিল, "পেসন্নী !"

"কি বল্‌ছিস্ ?" "না, কিছু না"—বলিয়া শশি আবার সেই অন্ধকার মাঠের পানে উদাস নয়নে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

প্রসন্ন আবার বলিল, "কি বলছিলি ?"

সে উত্তর দিল, "কিছু না,—এম্‌নি দেখ্‌ছিলুম, তুই জেগে আছিস্ কি না।"

ঘরখানি আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

শশি আবার সেই অন্ধকারের ভিতর নিজের মনটাকে হারাইয়া ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ দরজার নিকট হইতে কে ডাকিল, "মাষ্টার মশাই !"

অন্যমনস্ক শশি হঠাৎ সর্পদষ্টের মত লাফাইয়া উঠিল ;—সে স্বর তার কাণে মৃত্যুর আহ্বানের চেয়েও ভীষণ এবং কঠোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

"ভিতরে আসুন, বামুনঠাকুর !" বলিয়া বৃদ্ধ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শশব্যস্তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল, "এত রাত্তিরে হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন যে বড় ?—ব্যাপারখানা কি ?"

শশিকে হাত দিয়া একটী ঠেলা মারিয়া প্রসন্ন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল—তার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির

হইল না। শশি এবং প্রসন্নর দিকে আলোকটাকে ফিরাইয়া ধরিয়া বৃদ্ধ বলিল, "এই দুটি স্ত্রীলোককে চেনেন কি আপনি ?"

সে দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই, চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণের জন্য কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তার পর ধীরে ধীরে বলিল, "চিনি।"

বৃদ্ধ আরো কত কি বলিতে যাইতেছিল, সে কথায় কাণ না দিয়া চন্দ্রকান্ত ডাকিল,—"প্রসন্ন!" তার গলার স্বর দৃঢ় এবং গম্ভীর।

আড়ষ্ট এবং কম্পিত কণ্ঠে প্রসন্ন উত্তর দিল "কি ?"

"তোমার দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা কর, আমাকে না বলে এ গ্রাম ত্যাগ করবার অধিকার তাঁকে কে দিয়েছে ? তিনি কি ভুলে গেছেন, এ দুনিয়ায় একমাত্র আমিই কেবল তাঁর অভিভাবক ! কাল যে চিঠি তিনি আমাকে লিখেছেন, তা দিয়ে তিনি কি নিজেই এ কথা প্রমাণ করেন নি যে, আজ থেকে ভুলোর মত উনিও আমারি উপর নিজের সমস্ত ভার এবং দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে হাঁফ ছাড়তে চান ?— তুমি বলো ওঁকে, আমার আদেশ, এখুনি ওঁকে আমার

সঙ্গে যেতে হবে—নিজের বাড়ীতে ফিরে নয়—আমার বাড়ীতে।”

চাপা কান্নার স্বরে ঘোমটার ভিতর হইতে শশি উত্তর দিল, “আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন আপনি—আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি—আর কষ্ট দিতে—”

অত্যন্ত দৃঢ় এবং সংযত কণ্ঠে চন্দ্রকান্ত বলিয়া উঠিল, “বেশী বক্‌বেন না আপনি, আপনার পক্ষে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, সে ভার কাল থেকে আমার ঘাড়ে পড়েছে—সে ভাবনা আপনার নয়—আমার—বুঝলেন!” এবং অপর কাহাকেও কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়াই, সে অত্যন্ত গম্ভীর এবং দৃঢ়স্বরে বলিল, “এখন আসুন আমার সঙ্গে—দেরী করবেন না!”

ষ্টেশন ছাড়াইয়া তিনটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি গ্রামের অন্ধকার পথে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

বৃদ্ধ এবং পরাণে অবাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কাহারও মুখে একটি কথাও ফুটিল না।

(সমাপ্ত)